Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের অপপ্রচার ও ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাফিসা তারান্নুম

রোলঃ 23090120246

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের অপপ্রচার ও ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাফিসা তারান্নুম

রোলঃ 23090120246

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " জিহাদের অপপ্রচার ও ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাফিসা তারান্নুম, আইডিঃ 23090120246 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " জিহাদের অপপ্রচার ও ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নাফিসা তারান্নুম

(স্বাক্ষর)

নাফিসা তারান্নুম

আইডিঃ 23090120246

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

জিহাদের পরিচয় ও মৌলিক ধারণা 6

জিহাদের প্রকারভেদ 6

জিহাদের উদ্দেশ্য 9

জিহাদের হুকুম 9

ইসলামের ইতিহাসে জিহাদের প্রকৃত ভূমিকা 11

জিহাদের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার 13

সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের সাথে জিহাদ শব্দকে এক করে দেখানোর অপপ্রচার 13

জিহাদ সন্ত্রাস নয়,সন্ত্রাস দমনের সফল ব্যবস্থা 14

গগণমাধ্যমে জিহাদের ভুল চিত্র 16

Orientalist দের লেখনীতে জিহাদের বিকৃত উপস্থাপন 19

পশ্চিমা নীতিনির্ধারকদের মহলে জিহাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা 21

মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে জিহাদ নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা ও ভ্রান্তগোষ্ঠীর ব্যবহার 22

ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব উদাহরণ 25

জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য 25

নিরীহ মানুষ,নারী,শিশু ও অমুসলিমদের প্রতি ইসলামী নীতি 27

ইসলামী স্কলার ও সমকালীন গবেষকদের দৃষ্টিতে জিহাদের ধারণা 30

নবী করিম (সা) ও সাহাবাদের সময়কার জিহাদ 32

জিহাদ সম্বন্ধে ইসলামী আইন ও কুরআনে জিহাদের বাস্তব উদাহরণ 36

জিহাদের অপব্যাখ্যার বিশ্লেষণ ও ইসলামী মতাদর্শের সঠিক ব্যাখ্যা 39

আলোচনা ও বিশ্লেষণ 47

উপসংহার 54

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ পাক মানবজাতিকে পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা রক্ষার গুরুদায়িত্ব দিয়ে তাঁর খলীফারূপে প্রেরণ করেছেন।তাদের জীবনবিধান হিসেবে নাযিল করেছেন পবিত্র কুরআন।আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সমগ্র জগতের রহমত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনও ছিল কুরআনের বাস্তব নমুনা।

মহান রাব্বুল আলামীনসবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন,তাহলো এই পৃথিবীর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার একমাত্র পথ-জিহাদ।যার দরুন দেখা যায় যে,ইসলামী আমল সমূহের মধ্যে জিহাদের আলোচনা যেরূপ বিস্তারিতভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,অন্য কোনো আমলের আলোচনা এরূপ বিস্তারিতভাবে করা হয়নি।

জিহাদ ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।এটি কেবল যুদ্ধ নয়,বরং আত্নসংযম,অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান ও সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا -

"যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে,আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো"
(সূরা আনকাবুত-৬৯)

অথচ জিহাদ সম্পর্কে বিরাজ করছে নানা বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা।আজকের যুগে কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জিহাদের প্রকৃত অর্থ বিকৃত করে একে সন্ত্রাস, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রতীক বানিয়েছে।আবার ইসলামবিদ্বেষীরাও এই বিকৃত ধারণাকে কাজে লাগিয়ে জিহাদের নামে ইসলামকে সহিংসতার ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করছে।

আজকের নব্য ফেরাউনদের আস্ফালন ও সন্ত্রাস দমনের নামে সৃষ্ট মহাসন্ত্রাসে পৃথিবী যখন মুসলিম রক্তে রক্তাক্ত হচ্ছে,খান খান হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে পৃথিবীর শান্ত পরিবেশ,তখন এই পৃথিবীতে মনুষ্য বাসের উপযোগী পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য পবিত্র কুরআন থেকে সবক নেয়া যে কিরূপ অপরিহার্য ও জরুরী হয়ে পড়েছে সেটা সচেতন মুসলমান মাত্রই অনুধাবন

করে থাকেন।এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে মুসলিম উম্মাহর জাগরণ প্রয়োজন, প্রয়োজন জিহাদী মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া।

জিহাদের পরিচয় ও মৌলিক ধারণা

"জিহাদ" (جهاد) শব্দটি এসেছে আরবি মূল শব্দ "জুহদ" (جهد) থেকে।"জুহদ" অর্থ চেষ্টা, পরিশ্রম,কষ্ট স্বীকার ইত্যাদি।

আর "জিহাদের" শাব্দিক অর্থ সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা,অধ্যবসায় সহকারে কাজ করা,প্রাণান্তকর সংগ্রাম করা ইত্যাদি।

"জিহাদ" শব্দটির একটি সাধারণ অর্থ ও একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে।"জিহাদের" সাধারণ অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, শরীয়াতের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের কালিমা বুলন্দ করার জন্য যে ত্যাগ,তিতিক্ষা,কষ্ট ও মুশাককাত সহ্য করা হয় তাই জিহাদ।তা যে কোনো পথেই হোক বা যে কোনো পন্থাই হোক না কেন।

"জিহাদ" শব্দটি শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা ও বহুল ব্যবহৃত,যার অর্থ হলো আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা,ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করা,মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা ও কাফের মুশরিকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে নিজের প্রাণ,সম্পদ,সময় ও সামর্থ্য ব্যয় করে ইসলামের দাওয়াত প্রচার,সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা,মিথ্যার বিরুদ্ধ সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো,আত্নসংযম,আত্নরক্ষা ও অন্যায় প্রতিরোধে সংগ্রাম করাই হলো জিহাদ।

জিহাদের প্রকারভেদ

জিহাদ শরীয়তের এক বিস্মৃত বিধান। মুমিনদেরকে অবশ্যই জিহাদে অংশ নিতে হবে।কিন্তু সব ঈমানদার সমানভাবে জিহাদ করতে সক্ষম হয় না।আবার জিহাদের পরিস্থিতিও সবার জন্য সমান থাকে না।তাই অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় কয়েকটি স্তর রয়েছে বলে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

জিহাদ বিন নফস
(অন্তরের জিহাদ)

অন্তরের জিহাদের দাবী হচ্ছে,ইসলামী সমাজ গঠনের ও ইসলামের বিজয়ের স্বপ্ন লালন করা,এর জন্য সময় সুযোগের অনুসন্ধান করা,সম্ভাব্য পরিকল্পনা করা,নৈতিক ও মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং যতদূর সম্ভব সহযোগিতা করা।মুসলিম শরীফের একটি হাদিসে জিহাদের সংকল্পশূন্য অবস্থায় মৃত্যুবরণকে মুনাফিকের মৃত্যুর বলে শামিল করা হয়েছে।কাজেই জিহাদের নিয়ত এবং সংকল্পও অন্তরের জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন
সর্বোত্তম জিহাদ হলো-নিজের নফস ও খারাপ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
(মুসনাদে আহমদ)

জিহাদ বিল মাল
(আর্থিক জিহাদ)

ইসলামের দাওয়াত, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, মুসলমানদের রক্ষা ও মানবতার সেবায় অর্থ ব্যয় করাই এই জিহাদের মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থ: অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অবস্থায় হোক বা ভারি অবস্থায়, এবং সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্যে শ্রেয়,যদি তোমরা জানতে। (সূরা আত তাওবাহ-৪১)

জিহাদ বিল কালিমা
(মৌখিক জিহাদ)

মৌখিক জিহাদ অর্থ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য,দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য,কাফের শক্তির মোকাবেলায় শক্তি প্রয়োগ ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় সব কার্যক্রম গ্রহন করা।এর দুটি প্রধান স্তর রয়েছে।একটি জ্ঞানমূলক ও দাওয়াতমূলক।অপরটি চাপমূলক ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধ মূলক।

হাদীসে বর্ণিত আছে

"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ"

তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো অন্যায় ও পাপ কাজ হতে দেখলে যেন হাত দ্বারা অবশ্য তা পরিবর্তন করে দেয়।হাতের শক্তি দ্বারা পরিবর্তন করার না থাকলে মুখ দ্বারা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে।তাও করা সম্ভব না হলে অন্তত মন দ্বারা তার পরিবর্তন কামনা করবে।আর এ হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর।
(মুসলিম,কিতাবুল ঈমান)

জিহাদ বিল কিতাল
(যুদ্ধক্ষেত্রের জিহাদ)

সরাসরি অস্ত্র প্রয়োগ ও রক্তপাতের মাধ্যমে জিহাদকে শরীয়তের পরিভাষায় কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধ বলা হয়।
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

অর্থ: যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা (তাদেরকে) আশ্রয় দিয়েছে ও (তাদের) সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন।তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও (জান্নাতের) সম্মানজনক রিযিক।
(সূরা আল আনফাল -৭৪)

জিহাদের উদ্দেশ্য

জিহাদ সাধারণ অবস্থায় ফরযে কিফায়া এবং বিশেষ অবস্থায় ফরযে আইন হয়ে যায়। জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ

১) যুলুম ও অত্যাচারে
প্রতিউত্তর দেওয়া।
২) অত্যাচারিত মুসলমানদের সাহায্য করা।
৩) অঙ্গিকার ভঙ্গের শাস্তি প্রদান করা।
৪) ফিতনা ফাসাদ নির্মূল করা এবং ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।
৫) কুফরের কর্তৃত্ব নির্মূল করা ও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা।
- ৬) মানবতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۔

অর্থ:যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর,তবে সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।
(সূরা আল বাকারা - ১৯০)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন
সর্বোত্তম জিহাদ হলো জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।
(সুনানে আবু দাউদ)

জিহাদের হুকুম

১. ফরযে কিফায়া (সমষ্টিগত ফরয)
যখন মুসলমানদের ওপর আক্রমণ হয় না, বরং ইসলাম ও মুসলমানদের নিরাপত্তা বজায় থাকে তখন জিহাদ **ফরযে কিফায়া** হয়। অর্থাৎ কিছু লোক অংশগ্রহণ করলে বাকিদের দায় উঠে যায়।
কুরআনে বর্ণিত,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

অর্থ:"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।" (সূরা আলে ইমরান:১০৪)

২. ফরযে আইন (ব্যক্তিগত ফরয)

যখন শত্রু মুসলমানদের ভূখণ্ডে আক্রমণ করে, তখন **প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারী, তরুণ ও বৃদ্ধের ওপর জিহাদ ফরযে আইন** হয়ে যায়।

কুরআনে বর্ণিত,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَہُوَ كُرْہٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَہُوْا شَيْـًٔا وَّہُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

অর্থ:"যখন তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করা হলো, তখন তোমরা তা অপছন্দ করলে; কিন্তু কখনও কখনও তোমরা যা অপছন্দ করো, তাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত থাকে।" (সূরা আল-বাকারা:২১৬)

৩. নফল (অতিরিক্ত বা ঐচ্ছিক জিহাদ)

যখন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তবে ইসলামকে শক্তিশালী করার বা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কেউ জিহাদে অংশগ্রহণ করে তখন সেটি নফল জিহাদ হিসেবে গণ্য হয়।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ঘোড়া প্রস্তুত করে, তার প্রতিটি ঘাস ও পশুর বিষ্ঠা পর্যন্ত তার জন্য সওয়াব হবে।"(সহিহ বুখারি)

কুরআনে জিহাদের নির্দেশনা

অর্থ:"আর তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর তাদের সঙ্গে যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।" (সূরা আল-বাকারা-১৯০)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ -

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের মৃত বলে ধারণা করো না; বরং তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে জীবিত, এবং তিনি তাদের রিজিক দিচ্ছেন। (সূরা আলে ইমরান-১৬৯)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

"জিহাদের চেয়ে উত্তম কোনো কাজ নেই, যতক্ষণ না কেউ নিজের প্রাণ ও সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় *করে।"* (সহিহ বুখারী)

ইসলামে জিহাদ কোনো সন্ত্রাস নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অন্যায়ের প্রতিরোধের বৈধ ও শর্তযুক্ত ব্যবস্থা। এটি কখনোই নিরপরাধ মানুষ হত্যা, দমন বা অত্যাচারের অনুমতি দেয় না। বরং ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও শান্তি রক্ষাই এর লক্ষ্য।

ইসলামের ইতিহাসে জিহাদের প্রকৃত ভূমিকা

জিহাদ এক মহান ইবাদত।বস্তুত মুমিনদের জিহাদ-সংগ্রাম-সাধনা নীতিগতভাবে আল্লাহর পথেই হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُوۡا وَجٰهَدُوۡا بِاَمۡوَالِهِمۡ وَاَنۡفُسِهِمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوۡنَ-

অর্থ:মুমিন তো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্তর দিয়ে স্বীকার করেছে, তারপর কোনও সন্দেহে পড়েনি এবং তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই তো সত্যবাদী।। (আল হুজুরাত - ১৫)

প্রথম যুগে মুসলমানরা যখন মক্কায় নির্যাতনের শিকার হন,তখন জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয় কেবল তখনই,যখন অত্যাচার ও নিপীড়ন সীমা অতিক্রম করে।

أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لَيَهْلِكُنَّ.فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَل -
أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْاۗ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُۙ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত:

তিনি বলেন,

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কা হতে বহিষ্কার করা হলো, তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন: তারা তাদের নবীকে বের করে দিয়েছে! নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। নিশ্চয়ই তারা ধ্বংস হবে।

তখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করলেনঃ

যাদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে,তাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সর্বশক্তিমান।

(সূরা আল-হাজ্জ: আয়াত ৩৯)

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন,

আমি বুঝতে পারলাম যে যুদ্ধ (কিতাল) শুরু হবে।

আর তিনি বলেন,

এটাই ছিল জিহাদের ব্যাপারে প্রথম অবতীর্ণ আয়াত।(সুনান আন-নাসাঈ)

ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ শুধু যুদ্ধ নয়,বরং ন্যায়বিচার, শান্তি ও মানবতার রক্ষায় ভূমিকা রেখেছে।খুলাফায়ে রাশেদীন যুগে জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের ন্যায়নীতি,নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা হয়।তারা কখনো জিহাদকে লোভ বা সাম্রাজ্য বিস্তারের হাতিয়ার বানাননি;বরং সমাজে ন্যায় ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন।জিহাদ হলো মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বিবেকের স্বাধীনতার সংরক্ষণ। ইসলাম দুনিয়ার সর্বত্র আল্লাহর দীনের প্রাধান্য ও বিজয় চায় একথা সত্য।তবে দ্বীন গ্রহণের বিষয়ে কোনো জোর-জবরদস্তি চলবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ -

অর্থ:দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। (সূরা বাকারা-২৫৬)

জিহাদের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার

“ইসলাম মানে হানাহানি আর রক্তারক্তির ধর্ম।যেখানেই ইসলাম,সেখানেই সংঘাত।ইসলামের অপর নাম সন্ত্রাসবাদ।তলোয়ারের জোরেই এর প্রচার-প্রসার।”ইসলামের ব্যাপারে এ ধরনের নানান অদ্ভুত ও অলীক অভিযোগ শুনে শুনে নবপ্রজন্ম অনেকটা ত্যাক্ত, বিরক্ত ও ক্লান্ত;হয়তো অভ্যস্তও হতে হয়েছে।অপপ্রচারগুলোর উৎপত্তি পশ্চিমা দুনিয়ায়।পশ্চিমা মিডিয়াজুড়ে ইসলামবিদ্বেষী মিথ্যার ছড়াছড়ি।যেন এটাই চূড়ান্ত ও অনিবার্য।

সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের সাথে জিহাদ শব্দকে এক করে দেখানোর অপপ্রচার

জিহাদ,সন্ত্রাস,জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদের রয়েছে মৌলিক ও উদ্দেশ্যগত ফারাক।ইসলামের জিহাদ বিধানকেই সন্ত্রাস নামে আখ্যায়িত করে দিয়েছে।এজন্য আমরা বুঝার চেষ্টা করব জিহাদ কাকে বলে এবং সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ কাকে বলে।

জিহাদ ইসলামী জীবনব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা।যখন জিহাদ শব্দটি 'ফী সাবিলিল্লাহ' বা 'আল্লাহর পথের' সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হয় ইসলামের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা,সশস্ত্র লড়াই, ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম, আত্মসংশোধন ও সমাজ সংশোধন এবং ইসলামী ভূখণ্ড ও সমাজ রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম।ইসলামী জিহাদের নেতিবাচক চিত্রায়নের ফলে যে চরিত্র দেওয়া হয় তাকে জঙ্গিবাদ আখ্যা দেওয়া হয় আজকের দুনিয়ায়।জঙ্গি বলে বুঝানো হয় চরমপন্থী ও বেসামরিক লক্ষ্যে প্রাণঘাতী হামলাকারীদের।জঙ্গিবাদ মূলত অন্ধ সহিংসতা ও নিরপরাধ হত্যার মতবাদ,যা ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

মূলত পশ্চিমারার জঙ্গিবাদ বলতে যা বোঝাতে চায় কিংবা আমরা যা বুঝি, তা প্রকাশের যথাযথ শব্দ হচ্ছে সন্ত্রাস।যার ইংরেজি প্রতিশব্দ terrorism."সন্ত্রাস" শব্দটি ত্রাস থেকে উদগত।ত্রাস মানে ভয়,শঙ্কা,আতঙ্ক সৃষ্টি করা।কুরআনের পরিভাষায় সন্ত্রাসীদের "মুহারিবুন" বলা হয়েছে।

মুফাসসিরীনে কেরাম তাফসীরের কিতাবে লিখেছেন, ৩টি বৈশিষ্ট্যের সমষ্টির নাম সন্ত্রাস।

-দলবদ্ধতা

-অস্ত্রের ব্যবহার

-নির্দোষের উপর হামলা

দলবেধে অস্ত্র ব্যবহার করে নির্দোষের উপর হামলা করার নামই সন্ত্রাস।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে সন্ত্রাসবাদ বলতে ফিতনা এবং ফাসাদ শব্দ ও ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

وَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا -

অর্থ:"পৃথিবীতে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।"
(সূরা আরাফ-৫৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
من قتل نفسًا معاهدًا لم يَرَحْ رائحةَ الجنةِ، و إنَّ رِيحَها ليُوجد من مسيرةِ أربعين عامًا -

অর্থ:যদি কোন ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা মুসলিমদেশে অবস্থানকারী অমুসলিমদেশের কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে,তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবে না,যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বৎসরের দূরত্ব থেকে লাভ করা যায়।

ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে, সন্ত্রাস হচ্ছে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা।
ইসলামের জিহাদ বিধানকে সর্বপ্রথম সন্ত্রাস নামে আখ্যায়িত করেছে ইহুদি খ্রিস্টানরা। পরবর্তীতে ইহুদি খ্রিস্টানদের অনুকরণে তাদের কিছু দালালরাও (নামেমাত্র মুসলমান) জিহাদকে সন্ত্রাস নামে বলা শুরু করে।

জিহাদ সন্ত্রাস নয়,সন্ত্রাস দমনের সফল ব্যবস্থা

ইসলাম শান্তি,ন্যায়বিচার ও মানবিকতার ধর্ম।আর ইসলামের একটি পবিত্র বিধান হলো "জিহাদ"।জিহাদ শব্দ নিয়ে প্রচুর ভুল ধারণা রয়েছে। জিহাদ কখনোই অন্যায় হত্যা,হামলা বা সন্ত্রাসের নাম নয়;বরং এটি অন্যায়,অত্যাচার,নিপীড়ন ও সন্ত্রাস দমনের ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি।ইসলামের জিহাদ বিধান কাউকে গায়ের জোরে মুসলমান বানানোর জন্য নয়;একমাত্র সন্ত্রাস দমন করার জন্য।বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী এবং জাতীয় সন্ত্রাসীরা যখন দেখেছে সন্ত্রাস দমনের একমাত্র সফল ব্যবস্থা হলো ইসলামের জিহাদ বিধান।তখন থেকে চাই মুসলিম দেশ হোক বা অমুসলিম দেশ হোক;বর্তমান দুনিয়ার সবগুলো দেশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীরা ইসলামের জিহাদ বিধানকে সন্ত্রাস নামে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

তারা এরূপ করে থাকে যাতে করে মুসলিমরা জিহাদ থেকে দূরে থাকে, আর সন্ত্রাসীরা একতরফাভাবে যেন তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর যে ভূখণ্ডেই মুসলমানরা আছে সেখানেই সন্ত্রাসীদের হামলা চালু আছে।এসব হামলা চালিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাস দমনের নামে।মুসলমানদেরকে মেরে ফেলে আর অপরদিকে বলে সন্ত্রাস দমন করছে।আমেরিকান সেনাবাহিনী আফগানিস্তানের নিরীহ মুসলমানদের উপর হামলা করেছে সন্ত্রাস দমনের নামে।আমেরিকান সেনাবাহিনী ইরাকের নিরীহ মুসলমানদের উপর হামলা করেছে সন্ত্রাস দমনের নামে।সন্ত্রাস দমন এটি একটি বাহানা; শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য।সন্ত্রাস প্রতিরোধের নামে এই কৌশলী প্রয়াস বহু পুরনো।মুসলিমদের স্বকীয়তা রক্ষা ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামকেও অবলীলায় সন্ত্রাস নামে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে।এই জিহাদ বিধান চালু থাকলে সন্ত্রাস বন্ধ হতে বাধ্য।সন্ত্রাসকে চালু রাখতে হলে জিহাদকে বন্ধ করার কোন বিকল্প নেই।তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীরা জিহাদকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জিহাদ বিরোধী মন মানসিকতা গড়ার জন্য অত্যন্ত কুচক্রান্তমূলক ভাবে ইসলামের জিহাদ বিধানকেই সন্ত্রাস নামে আখ্যায়িত করে দিয়েছে।

এ অপপ্রচারের শিকার হয়ে গিয়েছে বর্তমান দুনিয়ার অনেক বড় বড় শিক্ষিত মুসলমানেরা পর্যন্ত।

মুফাসসিরীনে কেরাম তাফসীরের কিতাবে বলেছেন,

সন্ত্রাস হল সমাজ দেহের ক্যান্সার আর ইসলামের জিহাদ বিধান হল এই ক্যান্সারের অপারেশন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ۗ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ٦٥

অর্থ: হে নবী! তুমি মুমিনদের লড়াইয়ে উৎসাহ দাও,যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে,তারা দু'শজনকে পরাস্ত করবে,আর যদি তোমাদের মধ্যে একশজন থাকে,তারা কাফিরদের এক হাজারজনকে পরাস্ত করবে।কারণ তারা(কাফিররা) এমন কওম যারা বুঝে না। (সূরা আনফাল-৬৫)

যুদ্ধ-জিহাদের এই উৎসাহ-উদ্দীপনা সাহাবায়ে কেরাম,তাবেঈন এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য।

কুরআনে বর্ণিত,
اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا -

অর্থ:যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে। সুতরাং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। (স্মরণ রেখ), শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল।(সূরা আন নিসা-৭৬)

পরিশেষে বলা যায় যে,জিহাদ সন্ত্রাস নয়;বরং সন্ত্রাসীদের আগ্রাসন ঠেকানোর আইননত ব্যবস্থা।

গগণমাধ্যমে জিহাদের ভুল চিত্র

আধুনিক বিশ্বে কিছু গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড ও প্রচারণার ফলে জিহাদের প্রকৃত অর্থ বিকৃত হয়ে পড়েছে।অনেক অমুসলিম রাষ্ট্র ও গণমাধ্যম জিহাদকে কেবল সন্ত্রাস ও সহিংসতা হিসেবে উপস্থাপন করেছে। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।" (সুনান আন নাসায়ী)

গণমাধ্যম ও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা ছড়ানো হচ্ছে। পশ্চিমা মিডিয়া ও পাঠ্য বইয়ে জিহাদ মানে আত্নঘাতী হামলা,বোমা বা যুদ্ধ - এমন চিত্র আঁকা হয়।

এতে মুসলিম তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও জিহাদ সম্পর্কে ভয় বা ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়।
ইসলামফোবিয়া তৈরীর একটি বড় হাতিয়ার হল এই প্রচারণা।
বর্তমান সময় মাত্র ২০ শতাংশ যুদ্ধ সংঘটিত হয় রণাঙ্গনে।আর বাকি ৮০ ভাগ যুদ্ধই মিডিয়াতে।প্রতিটি যুদ্ধের পেছনেই শক্তিশালী ও মজবুত মিডিয়া শক্তপোক্ত প্রতিপক্ষের ভূমিকা পালন করে।সময়টাই চলছে মিডিয়ার সন্ত্রাসের।পশ্চিমা কিংবা পশ্চিমাপন্থী মিডিয়ার প্রধান কর্তব্য হলো ইসলাম প্রশ্নের মানুষের মন-মগজ,চিন্তা- চেতনা পরিবর্তন করে দেওয়া। এক্ষেত্রে তারা সিংহভাগ সফল। পরিস্থিতি এমন হয়েছে,সাধারণ মুসলমানরাও প্রকৃত মুসলিমদের ঘৃণার নজরে দেখতে শুরু করেছ।তারা তাদের হলুদ মিডিয়া গুলোতে প্রতিনিয়ত মুজাহিদিন এবং মুসলিমদের নিয়ে নানা রকম মিথ্যাচার করে থাকে।পশ্চিমা মিডিয়া গুলো সরাসরি

মিথ্যাচার করে, কৌশলে নিজেদের মতবাদ বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ প্রচার করে এবং একইভাবে মুজাহিদিনের ব্যাপারে সন্ত্রাসী বা জঙ্গি শব্দের ব্যবহার ভাষার মাধ্যমে তথ্য সন্ত্রাস করে থাকে।জিহাদকে ইসলামের পবিত্র বিধান বা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এটা না বলে "কথিত জিহাদ" বলে অনেকে প্রচার করে থাকে।এর দ্বারা আমাদের জিহাদের দাওয়াহকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়।

আল্লাহ বলেছেন,

"فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا"

অর্থ:"কাফেরদের আনুগত্য-অনুসরণ করো না।বরং এটার (অর্থাৎ কুরআনের) সাহায্যে তাদের সাথে বড় জিহাদ করে যাও।" (সূরা ফুরকান - ৫২)

উপরোক্ত আয়াত স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে,কুফরি শক্তি ও ইসলাম বিরোধী শক্তির অনুসরণ না করে,তাদের চাপের নিকট নতি স্বীকার না করে,তাদের প্রচারণায় দমে না গিয়ে যুক্তি-প্রজ্ঞার মাধ্যমে কুরআনই সত্য তুলে ধরতে হবে।তাদের সামনে কুরআনের বাণী পেশ করতে হবে। আর এজন্য যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও প্রয়াস চালাতে হবে।আর চূড়ান্ত এই চেষ্টা-সাধনাকে বড় জিহাদ বলে আল্লাহ তায়ালা আখ্যায়িত করেছেন।

মিডিয়া সাধারণত জিহাদের আধ্যাত্মিক,নৈতিক, সামাজিক বা নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম - এই বড় দিকগুলো দেখায় না।কেবল সামরিক জিহাদকে যথার্থ জিহাদ হিসেবে দেখানো হয়।ফলে মানুষ জিহাদের পূর্ণাঙ্গ ধারণা থেকে বঞ্চিত হয়।গণমাধ্যম গুলোতে জিহাদের মানবিক দিক সম্পূর্ণ বাদ পড়ে।যেমন- অত্যাচারিত মানুষের সুরক্ষা,যুদ্ধের নৈতিক নিয়ম (নারী-শিশু হত্যা নিষিদ্ধ,গাছপালা ধ্বংস নিষিদ্ধ),শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য।

গণমাধ্যমে অনেক সময় দেখানো হয়-মুসলিমরা অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে।কুরআনের দৃষ্টিতে:

আল্লাহ স্পষ্ট ভাবে নিষেধ করেছেন আগ্রাসন করতে-

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ-

অর্থ:যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো,তবে সীমালংঘন করোনা।নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না। (সূরা বাকারা-১৯০)

মিডিয়া প্রায়ই কুরআনের কিছু আয়াত তুলে ধরে বলে- ইসলাম নাকি সহিংসতা শেখায়।যে আয়াতগুলো যুদ্ধের অনুমতি দেয় সেগুলো বিশেষ পরিস্থিতির জন্য-অত্যাচার,নিপীড়ন ও আক্রমণের জবাব।

আল্লাহ বলেছেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ-

অর্থ: যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে,যারা আক্রান্ত হয়েছে কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। (সূরা হাজ্জ-৩৯)

গণমাধ্যমে অনেক সময় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর আত্মঘাতী হামলাকে জিহাদ বলা হয়।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে হত্যা করে,সে আমাদের দলের নয়।" (সুনান নাসায়ী)

"যুদ্ধে নারী-শিশু ও সাধারণ জনগণকে হত্যা করো না।" (সহিহ বুখারী)

আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا ۝ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ-

অর্থ:"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়ের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার থেকে বিরত না রাখে। তোমরা ইনসাফ কর, তা-ই তাকওয়ার নিকটবর্তী।" (সূরা মায়িদা-৮)
অতএব জিহাদ মানে পূর্ণাঙ্গ নৈতিক সংগ্রাম;শুধু সামরিক অভিযান নয়।

ইসলামে যুদ্ধেরও কঠোর মানবিক বিধান রয়েছে - যা মিডিয়ার আড়াল থাকে।যেগুলোর কোনোটিই প্রচারিত হয় না।

Orientalist দের লেখনীতে জিহাদের বিকৃত উপস্থাপন

orientalist বা প্রাচ্যবিদরা ইসলামের বিভিন্ন বিষয় বিশেষ করে জিহাদ সম্পর্কে অনেক সময় ভুল ব্যাখ্যা ও বিকৃত ধারণা প্রচার করেছেন।জিহাদের ধারণাকে ভুলভাবে, পক্ষপাতদুষ্টভাবে বা ঔপনিবেশিক স্বার্থে ব্যাখ্যা করেছেন।

১. জিহাদকে "Holy War" হিসেবে উপস্থাপন

প্রাচ্যবিদরা "জিহাদ" শব্দটিকে **"Holy War" (পবিত্র যুদ্ধ)** হিসেবে অনুবাদ করেছে।
যা ইসলামী দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভুল।
Holy War মানে ধর্মীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ,যা খ্রিষ্টীয় ক্রুসেড ধারণা থেকে নেওয়া।আবার অনেকে জিহাদকে কেবল অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে দেখিয়েছেন।

অনেক প্রাচ্যবিদ যেমন —
William Muir,Sprenger বলেছেন,

"জিহাদ মানেই ইসলাম প্রচারের জন্য তলোয়ার হাতে নেওয়া যুদ্ধ।"

কুরআনে কোথাও "জিহাদ" শব্দকে ধর্মীয় আগ্রাসন বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের হত্যার নির্দেশ হিসেবে বলা হয়নি।কুরআন ও হাদিসে জিহাদকে কখনোই পবিত্র যুদ্ধ বলা হয়নি।এটি ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রাম,অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং আত্নরক্ষার অধিকার।

২. জিহাদকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে দেখানো

অনেক প্রাচ্যবিদ মুসলমানদের জিহাদকে **রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধ** হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
William Muir বলেন,

Muhammad used Jihad as a political weapon to build an empire.

Dozy ও **Margoliouth** দাবি করেন,

"Muslim expansion was driven by the ideology of jihad.

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়কার যুদ্ধগুলো ছিল আত্মরক্ষার জন্য, মদিনায় মুসলমানদের ওপর আক্রমণের জবাব হিসেবে;কোনো সাম্রাজ্যবাদের জন্য নয়।

৩. জিহাদকে ধর্মীয় সহিংসতা ও অসহিষ্ণুতার প্রতীক করা

কিছু প্রাচ্যবিদ জিহাদকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যেন ইসলাম অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু। Lammens ও Caetani বলেন,

"Jihad was meant to convert or subdue non-Muslims by force."

কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে —
ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। (সূরা আল-বাকারা: ২৫৬)

তবে প্রাচ্যবিদরা এই আয়াতগুলোকে উপেক্ষা করে মুসলমানদের জিহাদকে ধর্মান্তরকরণ অভিযান হিসেবে প্রচার করেছেন।ফলে জিহাদকে আধুনিক সন্ত্রাসবাদের মূল উৎস হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়।

৪. আত্মিক বা নৈতিক জিহাদকে উপেক্ষা করা

প্রাচ্যবিদদের বেশিরভাগই জিহাদের **আত্মিক ও নৈতিক দিক (জিহাদ-ই-আকবর)** সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন।

তাঁরা শুধু সামরিক দিককে কেন্দ্র করে বিশ্লেষণ করেছেন, ফলে ইসলামের নৈতিক শিক্ষা ও আত্মসংযমের মূল উদ্দেশ্য হারিয়ে গিয়েছে।ইসলামী জিহাদে নারী,শিশু,বৃদ্ধ ও নিরস্ত্র মানুষের উপর আক্রমণ নিষিদ্ধ,এদিকটি তারা উপেক্ষা করেছেন।

৫. রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্যে জিহাদের বিকৃতি

১৮–১৯ শতকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসকরা মুসলিম বিশ্বে ধর্মীয় আন্দোলনকে দমন করার জন্য "জিহাদ" ধারণাকে ভয়ঙ্কর রূপে উপস্থাপন করেছিল।

Lord Cromer বলেন,

"Jihad is a permanent threat to European civilization."

অর্থাৎ তারা জিহাদকে মুসলমানদের বিদ্রোহ বা সন্ত্রাসের প্রতীক হিসেবে প্রচার করেছে, যাতে মুসলিম সমাজে ইসলামী উদ্দীপনা দুর্বল হয়।

কুরআনে বলা হয়েছে,

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ -

অর্থ: কিতাবীদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং পরকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা-কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন বলে স্বীকার করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যাবৎ না তারা হেয় হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া আদায় করে।

(আত তাওবাহ্ - ২৯)

এ ধরনের আয়াতকে তারা প্রেক্ষাপট *ছাড়া উদ্ধৃত করে সাধারণ হত্যার নির্দেশ হিসেবে তুলে ধরেছে।অথচ এসব আয়াত নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও প্রতিরক্ষামূলক প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছিল। জিহাদের বিকৃতভাষ্যের ফলশ্রুতিতে ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা বিকৃত হয়েছে।মুসলমানদের ন্যায্য আত্মরক্ষা আন্দোলনকে "সন্ত্রাসবাদ" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামফোবিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলিম সভ্যতা সম্পর্কে ভুল ধারণা গড়ে উঠেছে।

পশ্চিমা নীতিনির্ধারকদের মহলে জিহাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা

পশ্চিমা নীতিনির্ধারকদের মহল আসলে ইসলামী জিহাদকে রাজনৈতিক ও কৌশলগত কারণে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের এক ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা রাজনৈতিক মহল ও মিডিয়া জিহাদ শব্দটিকে terrorism হিসেবে ব্যাখ্যা করে।
৯/১১ পরবর্তী অনেক লেখায় যেমন Bernard Lewis ও Daniel Pipes দাবি করেন,
"Jihad is the ideological foundation of Islamic terroris."

এতে ইসলামের একটি আধ্যাত্মিক ও ন্যায়ভিত্তিক ধারণাকে বিকৃতভাবে রাজনৈতিক সহিংসতা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।বিশ্বের প্রতিটি জনপদেই ছড়িয়ে রয়েছে খ্রিস্টান- সন্ত্রাসের ব্যাপ্তি, অথচ তারাই জঙ্গিবাদের অজুহাতে ইসলামের সমাপ্তি দেখতে চায়।ইসলামের পবিত্র জিহাদ বিধানের মাধ্যমে তারা মুসলমানদেরকে বিশ্ব সন্ত্রাসী প্রমাণের পাঁয়তারায় মহাব্যস্ত।ধর্মের নামে জোর জবরদস্তি করা পশ্চিমাদের আবিষ্কার।

উদ্দেশ্য থাকে মুসলমানদের আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামকে অমানবিক ও সহিংস হিসেবে দেখানো। ফলে বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামকে ভয় ও ঘৃণার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।বাস্তবে জিহাদ মানে আত্মরক্ষা,ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও মজলুমের সহায়তা; কিন্তু পশ্চিমা নীতিনির্ধারকরা একে "Imperial expansion" হিসেবে তুলে ধরেন।ইসলামকে সামরিক ও বিস্তারবাদী ধর্ম হিসেবে প্রচার করে।এর মাধ্যমে ইসলামকে রাজনৈতিক হুমকি হিসেবে তুলে ধরা হয়।

তরবারির জোরে ইসলামের প্রসার - এই অভিযোগ কমন। তবে বাস্তবতা হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিম জনপদে রয়েছে অমুসলিমদের নিরাপদ বসবাস।

জিহাদকে চরম পন্থা ও মৌলবাদের মূল উৎস হিসেবে দেখানো হয়।এজন্য জিহাদকে fundamentalism ও extremism এর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে।ফলে ইসলামী রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে "সন্ত্রাসী" তকমা পায়।এই ধারণা থেকেই অনেক মুসলিম দেশেও anti jihad policy চালু হয় আন্তর্জাতিক চাপের কারণে।

পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো War on Terror এর নামে ইসলামী আন্দোলনগুলোকে দমন করে।আফগানিস্তান,ইরাক,সিরিয়া প্রভৃতি দেশে এই প্রোপাগান্ডার বাস্তব প্রয়োগ দেখা গিয়েছে।

Moderate Islam বনাম Radical Islam এই ধারণা চাপিয়ে দিয়ে জিহাদের প্রকৃত ভাবধারা বিকৃত করা হয়।ফলসরূপ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পশ্চিমা স্বার্থরক্ষায় সহযোগী হয়ে ওঠে।জিহাদবিরোধী নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য আরও দূর্বল হয়।

মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে জিহাদ নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা ও ভ্রান্তগোষ্ঠীর ব্যবহার

জিহাদ শব্দটি ইসলামে একটি ব্যাপক ও গভীর অর্থবহ ধারণা।কিন্তু ইতিহাস জুড়ে কিছু ভ্রান্ত গোষ্ঠী ও ব্যক্তিরা নিজেদের মতবাদ চাপিয়ে দিতে বা রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণ করতে জিহাদকে ভুল ভাবে ব্যবহার করেছে।এতে সমাজে বিভ্রান্তি ও মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

জিহাদকে যুদ্ধ এর সংকীর্ণ অর্থে সীমাবদ্ধ করা। কিন্তু কুরআন পুরো ধারণাটিকে অনেক বড়ভাবে ব্যাখ্যা করেছে - যেমন: ইলম অর্জন,দাওয়াত,নফসের বিরুদ্ধে লড়াই,অত্যাচার প্রতিরোধ,সত্য কথার পক্ষ নেওয়া,ইত্যাদি।

কুরআনে বর্ণিত,

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ

অর্থ: যে মুসলিমগণ কোনও ওযর না থাকা সত্ত্বেও (যুদ্ধে যোগদান না করে বরং ঘরে) বসে থাকে, তারা ও আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদকারীগণ সমান নয়। যারা নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তবে আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।আর যারা ঘরে বসে থাকে আল্লাহ তাদের উপর মুজাহিদদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে মহা পুরস্কার দান করেছেন।(সূরা নিসা-৯৫)

এ আয়াতে স্পষ্ট যে,জিহাদ কেবল যুদ্ধ নয়,বরং আল্লাহর পথে সামগ্রিক চেষ্টা।

ইতিহাসে ও আধুনিক যুগে কিছু দল বা গোষ্ঠী নিজেদের আন্দোলনকে বৈধতা দিতে জিহাদ শব্দকে ব্যবহার করে। কিন্তু ইসলামের জিহাদ অনুমোদনের শর্ত,নেতৃত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, উদ্দেশ্য সবই কঠোরভাবে নির্ধারিত।

আল্লাহ বলেছেন,

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيْمُ -

অর্থ: আর যদি তারা সন্ধি ও শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও সেদিকে ঝুঁকে পড়ো এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখো। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন এবং জানেন। (সূরা আনফাল-৬১)

এটি প্রমাণ করে যে,যুদ্ধ কেন্দ্রিক রাজনৈতিক জিহাদ ইসলামের আদর্শ নয়।
শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) ফতোয়া দিয়েছিলেন, "ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয।"তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য প্রায় ১০ কোটি মুসলমান একত্রিত হয়েছে।ইংরেজরা যখন দেখল মুসলমানদের নবী বলে দিয়েছেন যে, **"জিহাদ কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।"**তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথাকে রহিত করার জন্য একজন নবী বানালো।যার নাম গোলাম আহমদ কাদিয়ানী।ইসলামে আছে, পূর্ববর্তী নবীর বিধান কে রহিত করার জন্য নতুন নবী পাঠানো হয়।তাই ইংরেজরা তাদের বিরুদ্ধে যাতে জিহাদ না করে, জিহাদের বিধানকে রহিত করার জন্য একজন নবী বানালো।ওলামায়ে কেরাম যাকে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার এবং ভন্ড নবী বলে থাকেন। জিহাদ থেকে মুসলমানদেরকে ফিরাবার জন্য তৎকালীন সময়ে ইংরেজ সরকার বহুমুখী চক্রান্ত করেছে।

এরমধ্যে একটি চক্রান্ত হলো - তিনটি দলকে সাজিয়েছে শুধু ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদকে হারাম বলে প্রচার করার জন্য।
একটি দল হলো কাদিয়ানী,
আরেক দলের নাম লা মাযহাবী,
আরেক দলের নাম রেজভী।
এই তিনটি দলই ইংরেজদের বিরুদ্ধে **জিহাদ করা হারাম** এটি প্রচার করার জন্য বই লিখেছে। ইসলামে মুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী,প্রকাশ্যে বিদ্রোহ,সশস্ত্র হামলা করলে ফিতনা দমনে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।
কুরআনে বর্ণিত,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

অর্থ: নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। (সূরা হুজুরাত-১০)

ভ্রান্তধারণা পোষণকারীরা কুরআনের আয়াতকে প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যবহার করে।উদাহরণ -

وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ -

অর্থ:"তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করো।" (সূরা বাকারা-১৯১)

ভ্রান্ত গোষ্ঠী প্রসঙ্গহীন করে সাধারণ মানুষের উপর প্রয়োগ করে।
কেউ কেউ আল্লাহর এই বাণীর ভুল ব্যাখ্যা করে ইসলামকে জংগীবাদের প্রেরণাদায়ক বলে অপবাদ দেয়, তারা মূলতঃ এ আয়াতের অর্থই বোঝেনি। কারণ, এই আয়াতে “তাদেরকে” বলে ঐ সমস্ত কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের বর্ণনা পূর্ববতী ও পরবর্তী আয়াতে এসেছে। কেননা, পূর্ববতী আয়াতে কাফেরদের হত্যা করার জন্য শর্ত দেয়া হয়েছে।
কুরআন মাজিদে ফিতনা শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো জুলুম ও অত্যাচার।এখানে সম্ভবত সে অর্থ বোঝানোই উদ্দেশ্য।মক্কার মুশরিকগণ মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ফেরানোর জন্য চরম অন্যায় ও ন্যাক্কারজনক কঠোরতা অবলম্বন করেছিল। সুতরাং এখানে বুঝানো হচ্ছে যে, হত্যা করা মূলত যদিও কোনো ভালো কাজ নয়, কিন্তু ফিতনা তার চেয়ে আরও মন্দ কাজ।যেখানে হত্যা ছাড়া ফিতনার দুয়ার বন্ধ করা সম্ভব হয় না,সেখানে তা করা ছাড়া উপায় কি?
ভ্রান্ত গোষ্ঠীর সহিংস কার্যক্রম ইসলামের জিহাদ নয় বরং ফিতনা।

ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব উদাহরণ

ইসলামের জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন।জিহাদ হলো ন্যায় প্রতিষ্ঠা,অত্যাচার প্রতিরোধ,আত্মরক্ষা এবং কুরআন-হাদিস নির্ভর নৈতিক সংগ্রাম।আজ সন্ত্রাসবাদ হলো নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে সহিংসতা,ভয় তোরির উদ্দেশ্য।তাই সন্ত্রাসবাদ ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য

নিম্নে জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলোঃ

জিহাদ	সন্ত্রাসবাদ
জিহাদ অর্থ সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা। জিহাদ মানে আল্লাহর পথে নিজেরপ্রাণ, সম্পদ,সময় ও সামর্থ্য ব্যয়করে ইসলামের দাওয়াত প্রচার, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা।	সন্ত্রাসবাদ মানে হলো ভয়,সৃষ্টি, হত্যা, ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলাসৃষ্টি করা, যা নিরাপরাধ মানুষকে লক্ষ্য করে করা হয়।
জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হলো- - সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, → মানবতার কল্যাণ, → আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন, → ফিতনা-ফাসাদ নির্মূল করা।	সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য- → এটি আল্লাহর আদেশ নয়, বরং মানুষের স্বার্থ ও হিংসার ফসল। → সমাজে ধর্মের নামে বোমা হামলা, নাশকতা ও সহিংস কার্যক্রম পরিচালনা।
ইসলামের ইতিহাসে জিহাদকে কখনো লোভ বা সাম্রাজ্যবিস্তারের হাতিয়ার বানানো হয়নি; বরং সমাজে ন্যায় ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, করেছেন মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার সংরক্ষণও আল্লাহর দ্বীনের প্রাধান্য ও বিজয় প্রতিষ্ঠা করা।	সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহার করা হয়রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল ওক্ষমতার লড়াই, সামাজিক অন্যায়ও বৈষম্য, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ও আধিপত্য বিস্তার লাভএবং নিরীহ মানুষের উপর ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ করা।

জিহাদ কখনো সন্ত্রাস নয়,বরং এটি অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায়সংগ্রাম। জিহাদ হলো সন্ত্রাস দমনের জন্য একমাত্র সফল ব্যবস্থা।	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীরা মানুষের মনে জিহাদ বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলার জন্য ইসলামের জিহাদ বিধানকেই সন্ত্রাস নামে আখ্যায়িত করে।
কুরআনে বর্ণিত আছে, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ - অর্থ: মুমিন তো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্তর দিয়ে স্বীকার করেছে, তারপর কোনও সন্দেহে পড়েনি এবং তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই তো সত্যবাদী। (আল হুজুরাত - ১৫)	আল-কোরআনে বর্ণিত আছে: اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا - অর্থ: যে কেউ অন্যায়ভাবে কোনো প্রাণ হত্যা করে সে যেন সমস্ত মানবজাতিকে হত্যা করল। (সূরা আল-মায়িদা-৩২)
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ- لا يستوي المؤمنون إلا من خرج للجهاد- অর্থ: আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী এবং ঘরে বসে থাকা মু'মিনদের মধ্যে সমান মর্যাদা নেই। যারা জিহাদ করে তাদের মর্যাদা অনেক উঁচু।	নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ- المسلم مَن سلم المسلمون مِن لِسانِهِ ويَدِه. অর্থ: সত্যিকারের মুসলিম সেই, যার জবান ও হাতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।" (সহীহ বুখারী)
জিহাদ ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা; যা আত্মশুদ্ধি, সমাজ-সংস্কার ও মানবতার সুরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত।এটি কোনো অন্যায় যুদ্ধ নয়।	সন্ত্রাসবাদ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং হারাম। সন্ত্রাসবাদের দ্বারা কোনো দল বা সংগঠন অস্ত্র ব্যবহার করে ও অন্যায়ভাবে নিরপরাধ মানুষ হত্যা ও সমাজে বিশৃঙ্খলা

	সৃষ্টি করে। এটি দমন করার জন্য ইসলামে জিহাদ বিধান দেওয়া হয়েছে।

নিরীহ মানুষ,নারী,শিশু ও অমুসলিমদের প্রতি ইসলামী নীতি

ইসলাম নিরীহ মানুষ, নারী, শিশু, এমনকি অমুসলিমদের প্রতিও অত্যন্ত ন্যায়, দয়া ও মানবতা প্রদর্শন করেছে।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে নিচে বিস্তারিতভাবে তা ব্যাখ্যা করা হলো —

১. নিরীহ মানুষদের প্রতি ইসলামের নীতি

ইসলাম নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষকে কষ্ট দেওয়া, হত্যা করা বা ভয় দেখানো থেকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

আল-কোরআন:

اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۔

অর্থ: "যে কেউ অন্যায়ভাবে কোনো প্রাণ হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল; আর যে কেউ একটি প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করল।"
(সূরা আল-মায়িদা- ৩২)
যেহেতু এখানে ধর্ম বা জাতির কোনো শর্ত দেওয়া হয়নি তাই এখানে "মানবজাতি" শব্দটি সব মানুষকে সমানভাবে বোঝাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ۔

“যে ব্যক্তি কোনো মুআহিদ (অমুসলিম নাগরিক) কে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।” (সহীহ বুখারী)

অর্থাৎ, ইসলাম কেবল মুসলমান নয়, বরং সব নিরপরাধ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

২. নারীদের প্রতি ইসলামের নীতি

ইসলাম নারীদের সম্মান, নিরাপত্তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিপ্লব ঘটিয়েছে।

আল-কোরআন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ـ

অর্থ:হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটক (রূঢ় আচরণ) করে রেখো না, যদি না তারা কোনো প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করে। আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দও কর, তবে হতে পারে যে, তোমরা এমন একটি জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন। (সূরা আন-নিসা- ১৯)

ইসলাম নারীর প্রতি স্বদয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে—

যুদ্ধকালেও নারীদের হত্যা বা আঘাত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ـ

অনুবাদ:

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো এক যুদ্ধে একজন মহিলাকে নিহত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তা অপছন্দ করলেন এবং নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করলেন।" (সহীহ মুসলিম)

—নারীর সম্মানহানি, ধর্ষণ, বা অন্য কোনো ধরনের নিপীড়ন ইসলামে মহাপাপ।
—নারীদের শিক্ষা, উত্তরাধিকার, সম্পত্তি ও সামাজিক মর্যাদা কোরআনে স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

৩. শিশুদের প্রতি ইসলামী নীতি

ইসলাম শিশুদের প্রতি বিশেষ দয়া ও স্নেহের শিক্ষা দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

من لم يرحم صغيرنا و لم يُوقرْ كبيرَنا فليس مِنَّا -

"যে ছোটদের প্রতি দয়া করে না, আর বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (সুনান আত-তিরমিযি)

—নবী করিম ﷺ শিশুদের প্রতি অগাধ মমতা প্রদর্শন করেছেন নিজের নাতিদের (হাসান ও হুসাইন রা.) কাঁধে বসিয়ে খেলা করতেন।

আল-কোরআন:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ -

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না; আমরা তাদের ও তোমাদের রিযিক দিই।" (সূরা আল-ইসরা- ৩১)

৪. অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের নীতি

ইসলাম অমুসলিমদের প্রতি ন্যায়বিচার ও সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছে।

আল-কোরআন:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ -

অর্থ: দ্বীনের (ধর্মের) ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের

প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।
(সূরা আল-মুমতাহানা- ৮)

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার:
—তারা জীবন, সম্পদ ও ইজ্জতের নিরাপত্তা ভোগ করবে।
—তারা নিজ ধর্ম অনুযায়ী উপাসনা করতে পারবে।
—কোনো জুলুম বা জোরপূর্বক ধর্মান্তর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় অমুসলিমদের সঙ্গে মদীনা সনদ নামে এক শান্তিচুক্তি করেন, যেখানে সবার অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।
সুতরাং,ইসলাম হলো শান্তি, ন্যায় ও মানবতার ধর্ম।
এর মূল শিক্ষা হলো প্রতিটি মানুষের জীবন ও মর্যাদা রক্ষা করা। নিরীহ মানুষ, নারী, শিশু ও অমুসলিম সকলের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করাই হলো ইসলামের আদর্শ।

ইসলামী স্কলার ও সমকালীন গবেষকদের দৃষ্টিতে জিহাদের ধারণা

• ইসলামী স্কলার ও গবেষকরা সাধারণত জিহাদকে এর ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করেন এবং এটিকে বিভিন্ন প্রকারভেদ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করেন।যেমন- জিহাদ প্রধাণত তিন প্রকার।

১.নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ:
এটি হল নিজের খারাপ প্রবৃত্তি ও অসৎ আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, যা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার পথে বাধা সৃষ্টি করে।
অনেক স্কলার এটিকে শ্রেষ্ঠ জিহাদ বা 'জিহাদে আকবর' (বড় জিহাদ) হিসেবে অভিহিত করেছেন, যা আত্মশুদ্ধি ও উত্তম নৈতিকতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য।

২.শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ:
শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করে আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকার প্রচেষ্টা।

৩.কাফির ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ:

ক. দাওয়াত ও কলমের জিহাদ: ইসলামের সঠিক বার্তা, জ্ঞান এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কলম ও প্রচারের অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করে শান্তিপূর্ণভাবে প্রচেষ্টা চালানো।

খ. সশস্ত্র জিহাদ (কিতাল): ইসলাম ও মুসলিমদের উপর আঘাত, অত্যাচার বা চরম জুলুম হলে, নিজেদের ধর্ম ও জীবন রক্ষার জন্য বা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা, যা জিহাদের চূড়ান্ত রূপ।

• এর ভিত্তিতে ইসলামী স্কলার ও সমকালীন গবেষকদের দৃষ্টিতে জিহাদের ধারণা

১.পূর্ববর্তী ইসলামী স্কলারদের দৃষ্টিভঙ্গি

কুরআনে বর্ণিত,

وَ جَاهِدُوْا فِی اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ -

অর্থ: "আল্লাহর পথে যথাযথভাবে সংগ্রাম করো।" (সূরা হাজ্জ-৭৮)

এ আয়াত অনুযায়ী জিহাদ কেবল যুদ্ধ নয়,বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা।

ইমাম গাজালি (রহ.)⇨"জিহাদ প্রধানত নফস, শয়তান, অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে। সশস্ত্র জিহাদ শুধুমাত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বৈধ।"

ইবনে তাইমিয়া (রহ.)⇨"জিহাদ প্রতিরক্ষামূলক হলে বাধ্যতামূলক; অন্যায় আক্রমণ, নিরীহ হত্যা, ও ধ্বংসযজ্ঞ জিহাদ নয় বরং ফিতনা।"

ইমাম কুরতুবি (রহ.)⇨"যুদ্ধ কখনো আগ্রাসনের জন্য নয়, বরং নিপীড়ন বন্ধ, ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং আত্মরক্ষার জন্য বৈধ হয়।"

শাহ ওয়ালি উল্লাহ (রহ.)⇨"সমাজ সংস্কার, নৈতিক উৎকর্ষতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ স্তর; অস্ত্র হলো শেষ ধাপ, প্রথম ধাপ নয়।"

ইমাম ইবনু কাসীর (রহ.)⇨সূরা ফুরকানের ৫২ নং আয়াতে বলেন,"কুরআনের মাধ্যমে যে জিহাদ তা যুদ্ধের জিহাদের চেয়েও উত্তম।"

২.সমকালীন গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি

ড. ইউসুফ আল-কারাদাওয়ি⇨

জিহাদ মূলত প্রতিরক্ষামূলক; সন্ত্রাস, বোমা হামলা, নিরীহ মানুষ হত্যা সম্পূর্ণ হারাম এবং ইসলামী পরিভাষায় এটি ফাসাদ ফিল-আরদ (ভূমিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি)।

ড. তারিক রমাদান⇨ জিহাদের বড় অংশ বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক অন্যায় মতাদর্শ মোকাবিলা, নৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

মুফতি তাকি উসমানি⇨ প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের উপর গুরুত্ব দেন, বিশেষ করে যখন কোন মুসলিম ভুখন্ড বা মুসলিম জনগনের উপর আগ্রাসন চালানো হয়,যেমন- বর্তমানে ফিলিস্তিনের পক্ষে ইজরাইলের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে তিনি ফরজ বলেন।তবে তিনি একটি বৈধ ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র বিদ্রোহকে প্রত্যাখ্যান করেন।

মুফতি মেনক⇨তিনি জিহাদের একটি মধ্যমপন্থার ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যেখানে ব্যক্তিগত নৈতিক উন্নয়ন এবং শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টার উপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয় এবং চরমপন্থাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

শেখ আবুল হাসান আল-নাদবী⇨জিহাদের প্রধান উদ্দেশ্য-মানবতার কল্যাণ,জুলুম দূর করা, নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা।

ড.হামজা ইউসুফ⇨জিহাদ মানে অবিচার ও অন্ধকার দূর করা।আজকের প্রেক্ষাপটে বহুবিধ রূপ নেয়: শিক্ষা,সমাজ সংস্কার,মানবাধিকার,শান্তি প্রতিষ্ঠা।

"ইসলামে জিহাদ হলো ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম, সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য নয়—বরং সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে।"

নবী করিম (সা) ও সাহাবাদের সময়কার জিহাদ

রাহমাতুল্লিল আলামিন,আমিরুল মুজাহিদিন (ﷺ) যিনি বদর থেকে উহুদ, উহুদ থেকে খন্দক, খন্দক থেকে হুনাইন এভাবে তাঁর পবিত্র জিন্দেগীর শেষ ১০টি বছরে ২৭ টি রণাঙ্গনে নিজের পবিত্র রক্ত ও ঘাম ঝরিয়ে এবং ৫৬ টি রণাঙ্গনে সাহাবায়ে কেরামের কাফেলা প্রেরণ করে তার জীবদ্দশায়ই মোট ৮৩ টি লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিয়ে উম্মতকে একটি সুরক্ষিত দ্বীন উপহার দিয়ে গেছেন এবং নিজের দান্দান মোবারক শহীদ করে ও নিজের শত শত প্রাণ প্রিয় সাহাবায়ে কেরামের জীবন উৎসর্গ করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতকে এই মহান দ্বীনের হেফাজত ও সংরক্ষণের বিশুদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে গেছেন।যে শিক্ষার ফলে আজ দেড় হাজার বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় এসেও আমরা বিশ্বব্যাপী সেই দ্বীনের জন্য নিজেদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গকারী একটি রক্ত পিচ্ছিল কাফেলার বিজয়ী পদচারণা দেখতে পাই।হক-

বাতিলের এই লড়াই কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।দ্বীনে হকের পতাকাবাহী একটি কাফেলা সর্বদাই তাদের কলিজার খুন প্রবাহিত করে জিহাদ কিতালের রক্তাক্ত ঝান্ডাকে উড়াতে থাকবে। কোনো জালিমের জুলুম এবং ইনসাফ কারীর ইনসাফ কোনকিছুই তাদের এই অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে পারবে না।

নবী করিম (ﷺ) ও সাহাবাদের যুগের **জিহাদ** ছিল সুস্পষ্ট নীতি-নির্দেশনা, ন্যায়নীতি, আত্মরক্ষা ও মানবকল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এতে কোনো ধরনের দখলদারিত্ব, স্বেচ্ছাচারিতা বা অযথা রক্তপাতের স্থান ছিল না। নিচে কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হলো:

নবী করিম (ﷺ)–এর যুগের জিহাদ:

জিহাদের সূচনা—

জিহাদ শুরু থেকেই প্রতিরক্ষামূলক ছিল। মুসলমানদের **১৩** বছর ধরে নির্যাতন, হত্যাচেষ্টা ও ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদের পর আল্লাহ প্রতিরোধের অনুমতি দেন।এই **১৩** বছর ছিল ধৈর্যের জিহাদ।

কুরআনে বর্ণিত,

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا -

অর্থ: "যাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। (সুরা হজ্জ -39)

যুদ্ধ শুরু নয়—বরং চলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা।

নবী (ﷺ)–এর প্রধান জিহাদসমূহ ও তাদের প্রকৃতি

(ক) বদর যুদ্ধ — আত্মরক্ষার প্রথম যুদ্ধ

মুসলমানরা অস্ত্রসহ যুদ্ধ করতে বের হননি; কাফেলাকে প্রতিরোধ করতে গিয়েছিলেন।
কুরাইশ নিজেরাই যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়।
এতে ইসলামী নীতি: অন্যায় আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা।

কুরআনে বর্ণিত,

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا -

অর্থ:"তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে; তবে সীমালংঘন করো না।" (সুরা বাকারা -190)

(খ) উহুদ যুদ্ধ — শহর রক্ষার যুদ্ধ

মদিনায় আক্রমণ প্রতিরোধ ছিল আসল উদ্দেশ্য।

নবী (ﷺ) নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেন।

(গ) খন্দক যুদ্ধ — সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ

পুরো মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করতে কুরাইশ, ইয়াহুদি গোত্রের মিলিত আক্রমণ।

নবী (ﷺ) খন্দক খননের কৌশল গ্রহণ করেন—এখানে সরাসরি লড়াই খুব কম হয়।

(ঘ) হুদায়বিয়া চুক্তি — শান্তিকে প্রাধান্য

নবী (ﷺ) দেখিয়ে দিলেন: ইসলামের জিহাদ যুদ্ধ নয়, শান্তি-কূটনীতি অগ্রগণ্য।

এই চুক্তি যুদ্ধহীনভাবে ইসলামের প্রসার ঘটায়।

(ঙ) মক্কা বিজয় — শান্তিপূর্ণ জিহাদের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ

১০ হাজার সাহাবি নিয়ে প্রবেশ, তবুও **কোনো প্রতিশোধ, গণহত্যা বা লুটতরাজ হয়নি**।নবী (ﷺ) ঘোষণা করেন,

"আজ কারও প্রতি প্রতিশোধ নেই; তোমরা সবাই মুক্ত।" (ইবনে হিশাম, সীরাহ)

(চ) তাবুক অভিযান(প্রস্তুতি ও শক্তির প্রদর্শন)

যুদ্ধ হয়নি; মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ শক্তি প্রদর্শনেই রোমান বাহিনী পিছিয়ে যায়।এটি দেখায়-জিহাদ শুধু যুদ্ধ নয় বরং অন্যায় আক্রমণ রোধে প্রস্তুতি ও শক্তি বজায় রাখা।

জিহাদের নৈতিক বিধান—নবী (ﷺ)-এর শিক্ষা

নবী (ﷺ) যুদ্ধের সময় স্পষ্টভাবে বলতেন:

১. নারী, শিশু, বৃদ্ধ, রোগী হত্যা নিষেধ

"নারী ও শিশুকে হত্যা করো না।" (সহিহ মুসলিম)

২. গাছ পোড়ানো, ঘরবাড়ি ধ্বংস করা নিষেধ

“গাছ কেটে ফেলো না, ঘর ভেঙো না।”। (আবু দাউদ)

৩. পিঠ ফেরানো শত্রু বা নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা নিষেধ

৪. মৃতদেহ বিকৃত করা নিষিদ্ধ। (বুখারি)

জিহাদের লক্ষ্য—মানবমুক্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা

“তোমরা মানুষের ওপর জুলুম দূর করতে যুদ্ধ করো।”। (সহিহ বুখারি)

সাহাবাদের যুগে জিহাদ

সাহাবারা নবী (ﷺ)-এর শিক্ষা অনুসরণ করে একই নীতি বজায় রাখেন।

আবু বকর (রা.)—এর বিখ্যাত নির্দেশনা (যুদ্ধবিধি)

সেনাদের বলেছিলেন:

“নারী, শিশু, বৃদ্ধ কাউকে হত্যা করবে না।

ফলদায়ক গাছ কাটবে না।

ইবাদতরত সন্ন্যাসীদের ক্ষতি করবে না।”

এটি মানবিক জিহাদের সর্বোচ্চ উদাহরণ।

উমর (রা.)—এর নীতি

— ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা।

— দখলদারিত্ব নয়, বরং প্রশাসনিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা।

— নাগরিকদের জান-মাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

নবী (ﷺ) ও সাহাবাদের সময় জিহাদ ছিল—

আত্মরক্ষামূলক,

নৈতিক বিধিনিষেধ-নির্ভর,

অত্যাচার-নির্যাতন দূরীকরণের সংগ্রাম,

কোনো দখলদারিত্ব বা জুলুম নয় এবং

শান্তি ও মানবকল্যাণকে অগ্রাধিকার।

জিহাদ সম্বন্ধে ইসলামী আইন ও কুরআনে জিহাদের বাস্তব উদাহরণ

জিহাদ সম্বন্ধে ইসলামী আইন ও মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ।ইসলাম জিহাদকে কখনো আগ্রাসন, দমন বা সন্ত্রাসের মাধ্যম হিসেবে অনুমোদন করে না।বরং এটি ন্যায় বিচার,স্বাধীনতা,নিরাপত্তা ও মানব মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম হিসেবে নির্ধারণ করেছে।শান্তি,ন্যায় ও মানবতার প্রতিষ্ঠায় জিহাদের ভূমিকা ইসলামের মৌলিক নৈতিক দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কুরআন ও হাদিস জিহাদকে সবসময় শান্তি প্রতিষ্ঠার শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

দৃষ্টিভঙ্গি গুলো তুলে ধরা হলো—

ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে জিহাদ

১) জিহাদ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত – অবৈধ যুদ্ধ নিষিদ্ধ

ইসলাম ধর্মে:
আক্রমণাত্মক যুদ্ধ নিষিদ্ধ,
অহেতুক হত্যা নিষিদ্ধ,
নিরীহ মানুষ হত্যার কঠোর নিষেধ,
সম্পদ লুট, ঘরবাড়ি ধ্বংস— সবই হারাম।

কুরআন বলে:

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ ـ

অর্থ: "তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"
(সূরা বাকারা -১৯০)

২) যুদ্ধের অনুমতি শুধুমাত্র তিন অবস্থায়

ইসলামি ফিকহ অনুযায়ী যুদ্ধ অনুমোদিত শুধুমাত্র—

ক) আত্মরক্ষা
যখন আক্রমণ করা হয়।

খ) নির্যাতিতদের মুক্তি
অত্যাচারিত পুরুষ-নারী-শিশুদের রক্ষা করতে।

গ) ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা

ধর্ম পালনে বাধা দিলে।

এই তিন শর্ত ছাড়া যা কিছু— **তা জিহাদ নয়; বরং হারাম আগ্রাসন**।

৩) যুদ্ধেও মানবাধিকার বজায় রাখার কঠোর শর্ত

নবী (ﷺ) স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন:

নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম কাউকে হত্যা করা যাবে না।

পূজা-অর্চনা করা ধর্মীয় ব্যক্তিদের ক্ষতি করা যাবে না।

গাছ কাটা, পশু হত্যা নিষিদ্ধ

সম্পদ লুট নিষিদ্ধ।

বন্দিদের নির্যাতন করা হারাম।

মৃতদেহ বিকৃত করা নিষিদ্ধ।

এগুলো যুদ্ধনৈতিকতার সর্বোচ্চ মানদণ্ড,জিহাদ আগ্রাসন নয় বরং সত্য,ন্যায়,নিরাপত্তা,স্বাধীনতা ও মানব মর্যাদা রক্ষায় সংগ্রাম।যখন এমন শক্তি আসে যারা—নিরীহ মানুষ হত্যা করে,রাষ্ট্র ধ্বংস করে, সমাজে ভয়ভীতি সৃষ্টি করে তাদের প্রতিরোধ করাই জিহাদ।তাই জিহাদ মানবতার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে।

৪) শান্তি সর্বদা অগ্রাধিকার

কুরআন বলে:

"তারা যদি শান্তির দিকে ঝোঁকে, তুমি শান্তির দিকে ঝুঁকো।" (সূরা আনফাল - ৬১)

ইসলামি আইনে জিহাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ নয়; শান্তি প্রতিষ্ঠা।

৫) জিহাদের উদ্দেশ্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা

জিহাদের প্রধান লক্ষ্য:

অত্যাচার বন্ধ করা,দুর্নীতির প্রতিরোধ,নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং মানবমর্যাদা সুরক্ষা।নবী (ﷺ) এর সময়ে আরবের অজ্ঞতা দূর করা,নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করা,দাসমুক্তি দেওয়া।এগুলো ছিল সামাজিক জিহাদ।অর্থাৎ, জিহাদ হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নৈতিক সংগ্রাম।

৬) যুদ্ধবন্দিদের অধিকার

ইসলাম বন্দিদের—

খাবার,পানি,আশ্রয়,সম্মান,দেওয়া নির্দেশ দেয়।নবী (ﷺ) বন্দিদের সঙ্গে দয়া ও ন্যায় করার আদেশ দিয়েছেন।

আজকের আন্তর্জাতিক আইন ইসলামের নির্দেশনা তার আগেই দিয়েছে।

৭) আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করা

ইসলামের ইতিহাসে জিহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল—

সমাজে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা

দুর্নীতি, ডাকাতি, বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা।জিহাদের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা পুনর্গঠন।

২. কুরআনে জিহাদের বাস্তব উদাহরণ

কুরআনে আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে,জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে অত্যাচারের প্রতিরোধে অর্থাৎ সন্ত্রাস থামানোর জন্য।

১) মন্দ কাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

"তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো।" (সূরা আলে ইমরান - ১০৪)

→ সমাজ সংস্কারও জিহাদের একটি রূপ।

২) নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

"যে আল্লাহর পথে জিহাদ করে— সে নিজেকেই উপকার করে।"

(সূরা আনকাবুত - ৬*)*

৩) অত্যাচারিতদের উদ্ধারের জন্য জিহাদ

"তোমরা যুদ্ধ করবে দুর্বল, নির্যাতিত পুরুষ, নারী ও শিশুদের মুক্তির জন্য।" (সূরা নিসা - ৭৫)

এটি মানবাধিকারের রক্ষা এবং ন্যায়বিচারের সংগ্রাম।

কুরআনে বর্ণিত,

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ:তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ,যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (সূরা আস-সাফ - ১১)

জিহাদের অপব্যাখ্যার বিশ্লেষণ ও ইসলামী মতাদর্শের সঠিক ব্যাখ্যা

ইসলামী শিক্ষায় জিহাদ একটি বিস্তৃত,ন্যায় ভিত্তিক,নৈতিক এবং মানবকল্যাণমূলক ধারণা।কিন্তু ইতিহাস ও আধুনিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বহু সময় এই ধারণাকে বিকৃত বা ভুলভাবে প্রচার করা হয়েছে।ভুল ব্যাখ্যা সাধারণত ঘটে অজ্ঞতা,রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, প্রসঙ্গহীন ব্যাখ্যা এবং চরমপন্থী মনোভাব থেকে।ফলে জিহাদ সম্পর্কে পশ্চিমা গণমাধ্যম,কিছু প্রাচ্যবিদ এবং কিছু উগ্র সংগঠন সব পক্ষ থেকেই ভুল ব্যাখ্যা তৈরি হয়েছে। কুরআন ও হাদিসের মূল উৎসে ফিরে গেলে এ ধারণার বিশুদ্ধরূপ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।কুরআন ও হাদিস স্পষ্টভাবে দেখায় যে জিহাদ অত্যাচার নির্মূল,নিজেকে সংশোধন, মানবতার কল্যাণ এ উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ। কুরআনে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে,জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে অত্যাচারে প্রতিরোধে অর্থাৎ সন্ত্রাস থামানোর জন্য।

ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় মুসলমানগণ ১৩ বছর শুধু আক্রমণ সহ্য করেছেন।এরপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে, এবার তোমরা প্রতিহত করো;এখানে আল্লাহ প্রথমেই বলেন নাই যে কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে;বরং বলেছেন প্রতিহত করতে।পরবর্তীতে বলেছেন, আর জুলুমের স্বীকার হওয়া যাবে না,এবার আপনারাও পাল্টা আক্রমণ করবেন।

এখানে ইসলাম শিক্ষা দেয় যে,ইসলাম প্রথমে কারো উপর আক্রমণ করে না,অন্য কেউ আক্রমণ করলে সেটাকে দমন করে।মক্কার মুসলিমদের ১৩ বছর নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে,কিন্তু প্রতিশোধ নিতে দেওয়া হয়নি। যুদ্ধের অনুমতি এসেছে তখনই যখন অত্যাচার চরম হয়েছে।প্রতিটি জিহাদই (যুদ্ধ) হয়েছে প্রতিরক্ষামূলক।মুসলিমরা কখনোই প্রথমে আক্রমণ করেনি।রাসূল (ﷺ) এর জীবনই প্রমাণ করে যে,জিহাদ ছিল শান্তি রক্ষার জন্য।জিহাদ হলো সন্ত্রাসীদের আগ্রাসন ঠেকানোর আইনগত ব্যবস্থা।

হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে, যদি শত্রু আক্রমণ করে,তখন প্রতিরক্ষা জিহাদ ফরজ।

"যে তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়,সে শহীদ।" (সহিহ বুখারী)

মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন,

আল্লাহর দৃষ্টিতে সারাবিশ্বের সমস্ত মানুষের সমষ্টি একটি দেহের মতো।সমাজে যারা সন্ত্রাসী করে সন্ত্রাসীরা হলো সমাজ দেহের ক্যান্সার। আর ইসলামের জিহাদ বিধান হলো সেই ক্যান্সারের অপারেশন।বর্তমানে বিশ্ব সন্ত্রাসীরা অনেক মুসলমানদের মাথায় একটি বিষাক্ত ইনজেকশন পুশিং করে দিয়েছে;সে ইনজেকশনটি হলো-ইসলাম শান্তির ধর্ম।ইসলাম রক্তপাতের ধর্ম নয়। সুতরাং যে ইসলামে জিহাদ আছে সেটি আসল ইসলাম নয়।যেই ইসলামে জিহাদ নেই সেটি আসল ইসলাম। এই অপব্যাখ্যার একটি সহজ যুক্তিসঙ্গত উদাহরণ হলো-

সারা দুনিয়ার যেকোনো দেশে সরকার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে।হাসপাতাল বানানো হয় রোগীকে মেরে ফেলার জন্য নয়, চিকিৎসা করার জন্য। তাহলে হাসপাতাল একটি শান্তির প্রতিষ্ঠান। এটি রক্তপাতের প্রতিষ্ঠান নয়। সুতরাং যে হাসপাতালে ডাক্তার রোগীকে অপারেশন করে রক্তপাত ঘটায়, সেটি হাসপাতাল নয়।কেউ যদি বলে,যে ডাক্তার হাসপাতালে রোগীকে অপারেশনের মাধ্যমে রক্তপাত ঘটায়, সেই হাসপাতাল সত্যিকারের হাসপাতাল নয়।

এটি যেমন মিথ্যাচার; ঠিক তেমনি ভাবে যারা বলে ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং যে ইসলামে জিহাদ আছে সেটি আসল ইসলাম নয়, এটিও একটি মিথ্যাচার।যে হাসপাতালে চিকিৎসার উপযোগী রোগীকে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, সে হাসপাতাল যেমন পরিপূর্ণ হাসপাতাল,ঠিক যে ইসলামের সমাজ দেহের ক্যান্সারের (সন্ত্রাসদমন) অপারেশন জিহাদ আছে সেই ইসলাম সত্যিকারের ইসলাম।

ইসলামের জিহাদ বিধানের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তারা নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত কথা বলে না; ইহুদি-খ্রিস্টানদের পুশিং করা কথা বলে।

পশ্চিমা মিডিয়ায় ইসলামপন্থীদেরকে সন্ত্রাসী বলে প্রচার করা হয়।মুসলমানদের জঙ্গি বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।কিন্তু মুসলিমরা সন্ত্রাসী নয় মুসলমানদের উপর হামলাকারীরা সন্ত্রাসী।সন্ত্রাসী অমুসলিমদের বিরুদ্ধে রাসূল (ﷺ) কঠোর কিন্তু অমুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠোর নন।এবং সন্ত্রাসী অমুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামগণও কঠোর।

কুরআনে বর্ণিত,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

অর্থ:হে মুমিনগণ!তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তার নৈকট্য লাভের উপায় অনুসন্ধান কর এবং তাঁর পথে জিহাদ করো। (সূরা মায়েদা-৩৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা-

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর": এই অংশটি নির্দেশ করে যে, মুমিনদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চলতে হবে।

"তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য অসিলা সন্ধান কর": এর অর্থ হলো, আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এমন সব কাজ করা যা আল্লাহ বৈধ করেছেন। যেমন- ইবাদত, নেক কাজ, এবং তাঁর আনুগত্য করা।

"তাঁর পথে জিহাদ কর": এই অংশটি আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহর পথে সংগ্রাম বা প্রচেষ্টা করার কথা বলে। এটি কেবল যুদ্ধ নয়, বরং ইসলামের বিরুদ্ধে যেকোনো অপপ্রচার বা অন্যায় প্রতিহত করাকেও বোঝায়।

"যাতে তোমরা সফল হতে পার": এই অংশটি জিহাদ ও নেক আমলের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য লাভ করার কথা উল্লেখ করে।

অন্য একটি আয়াতে জিহাদের আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ বলেছেন-

وَ جَاهِدُوْا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ -

অর্থ: আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেমন জিহাদ করা উচিত।তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। (সূরা হাজ্জ-৭৮)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা-

জিহাদ ও مجاهدة শব্দের অর্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজন্যে কষ্ট স্বীকার করা।কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলিমরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে, তাই এই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয়। (حَقَّ جِهَادِهٖ) এর অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে সম্পদ, জিহ্বা ও জান দিয়ে জিহাদ করা।অর্থাৎ তাতে জাগতিক নাম-যশ ও গনীমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা।

কারও কারও মতে, (حَقَّ جِهَادِهٖ) বা যথাযথ জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর যাবতীয় নির্দেশ মান্য করা, আর যাবতীয় নিষেধ পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যে নিজেদের প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করা এবং নফসকে প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে ফিরিয়ে আনা।

আর শয়তানের সাথে জিহাদ করবে তার কুমন্ত্রণা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, যালেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে তাদের যুলুমের প্রতিরোধ করে এবং কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে তাদের কুফরিকে প্রতিহত করে।

কারও কারও মতে, (حَقَّ جِهَادِهِ) এর অর্থ জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্য আয়াতে বলেন,

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم -

অর্থ: অতএব তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত করো।পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে নাও।তারপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ আদায়, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয়। এটাই বিধান। আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ নষ্ট করবেন না। (সূরা মুহাম্মদ - ৪)

এ আয়াতের তাফসীর-

বদরের যুদ্ধে কাফেরদের বহুজন লোক বন্দী হয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শক্রমে তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটা আল্লাহ তায়ালার পছন্দ ছিল না, যে কারণে সূরা আনফালে ইরশাদ হয়েছিল, কাফেরদের শক্তি যতক্ষণ সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তিপণের বিনিময়েও তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া সঠিক ব্যবস্থা নয়। কেননা এ অবস্থায় শত্রুদের ছেড়ে দিলে, তাদেরকে আরও বেশি শক্তি সংগ্রহের সুযোগ দেওয়া হয়। সূরা আনফালের সে আয়াতসমূহ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অবকাশ ছিল যে, ভবিষ্যতেও বোধ হয় যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়া যাবে না। তাই এ আয়াতে বিষয়টা পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে। বোঝানো হচ্ছে যে, তখনকার পরিস্থিতি বন্দী মুক্তির অনুকূল ছিল না, যেহেতু তখনও পর্যন্ত তাদের শক্তি ভালভাবে চূর্ণ হয়নি। আর সে কারণেই মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ায় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন যেহেতু তাদেরকে বেশ পর্যুদস্ত করা

হয়েছে, তাই তাদেরকে মুক্তি দানে কোন ক্ষতি নেই। এখন মুসলিম শাসকের পক্ষে দুটো পথের যে-কোনোটিই অবলম্বন করা যায়। চাইলে কোন রকম মুক্তিপণ ছাড়াই সম্পূর্ণ অনুকম্পার ভিত্তিতে তাদেরকে ছেড়ে দেবে অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেবে। সুতরাং এ আয়াতের আলোকে ইসলামী সরকার চার রকমের এখতিয়ার সংরক্ষণ করে।

(এক) বন্দীদেরকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দিয়ে তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা।

(দুই) মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া। বন্দী বিনিময়ও এর অন্তর্ভুক্ত।

(তিন) তাদেরকে জীবিত ছেড়ে দেওয়ার ভেতর যদি এই আশঙ্কা থাকে যে, তারা মুসলিমদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তবে তাদেরকে হত্যা করারও অবকাশ আছে, যেমন সূরা আনফালে বলা হয়েছে।

(চার) যদি তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়,জীবিত রাখা হলে তারা মুসলিমদের জন্য বিপদজনক হবে না ; বরং তারা মুসলিমদের পক্ষে অনেক উপকারী হবে এবং তারা বিভিন্ন রকমের সেবা দান করতে পারবে,তবে তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখা যাবে,আর সেক্ষেত্রে ইসলাম তাদের প্রতি যে সদাচরণের হুকুম দিয়েছে তা পুরোপুরি রক্ষা করে তাদেরকে ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা দান করতে হবে।

উপরোক্ত চার পন্থার কোনোটিই বাধ্যতামূলক নয়, বরং ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থা অনুযায়ী সরকার যেকোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

এই সকল আয়াতসমূহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুশরিক ও কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য মহান আদেশ দিয়েছেন।দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে কিতালের হুকুম দিয়েছেন।

ইসলাম প্রবর্তন করেছে মানবিক ও কল্যাণময় যুদ্ধনীতি, যা ইসলামের মহান যুদ্ধগুলোতে হয়েছে অনুসৃত। ইসলাম যুদ্ধকে যেসব অবধারিত সত্যের অধীন করেছে,তা একান্তই বিবেক ও ইনসাফ সম্মত।ইসলামের উৎসমূল কুরআন ও সুন্নাহ-নির্দেশিত সেসব যুদ্ধনীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমূহ নিম্নরূপ:

১) অযোদ্ধা নারী ও শিশুদের হত্যা করা যাবে না।

২) অযোদ্ধা বয়স্ক ও অসুস্থ লোকদের হত্যা করা যাবে না।

৩) যুদ্ধকালীন সময়েও ধৈর্যের অনুশীলন করতে হবে।

৪) নৈরাজ্য বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যাবে না।

৫) অযোদ্ধা ধর্মীয় পন্ডিত ও পুরোহিতদের আক্রমণ করা যাবে না। ধর্মস্থান সমূহ কে যুদ্ধের আওতা থেকে দূরে রাখতে হবে।

৬) কোনোপ্রকার সম্পদ, চাষের জমি বা শস্যের ক্ষতি করা যাবে না।

৭) ফলবান বৃক্ষ কাটা বা জ্বালিয়ে দেওয়া যাবে না।

৮) খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া কোন প্রাণী হত্যা করা যাবে না।

৯) উপকারী পতঙ্গের কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

১০) যুদ্ধের বিশৃঙ্খলায় কোনপ্রকার লুটপাট ও চুরি করা যাবে না।

১১) মানব বসতিপূর্ণ স্থান ধ্বংস পরিহার করে চলতে হবে।

১২) বিশ্বাসঘাতকতা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৩) ভীত হওয়া থেকে দূরে থাকতে হবে।

১৪) বন্দিদের অত্যাচার করা যাবে না,ক্ষুধার্ত ও অসুস্থদের সাহায্য করতে হবে।

উক্ত বিবরণ গুলোর দিকে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবো,ইসলামের জিহাদ বিধান আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।এই সকল নীতি যদি আজও যথাযথভাবে পালন করা হয় তবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে চলমান সংঘর্ষসমূহে অনেক নিরপরাধ প্রাণ বেঁচে যেতে পারে এবং অযাচিত সম্পদহানির ক্ষতি থেকেও নিষ্কৃতি মিলবে। ইসলামের চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে উম্মাহর কোন ফকিহ এমন কথা বলেননি,জিহাদের জন্য বিশেষ ধরনের মজবুত ঈমান দরকার।আল্লাহই ভালো জানেন, কে বা কারা মুসলমানদের মধ্যে প্রথম এই ভ্রান্ত কথার প্রচলন ঘটিয়েছে?আমাদের জানামতে,এই বিভ্রান্তির উৎস ভন্ড নবী মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর রচিত কিতাবাদি।ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদকে নস্যাৎ করার জন্য ব্রিটিশরা এই কাফেরকে দিয়ে আরও অনেক বিভ্রান্তিকর কথা প্রচার করে।ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় ১৩ বছর সাহাবীদের মাঝে ঈমানি মেহনত করা হয়েছে,তারপর জিহাদের বিধান নাযিল হয়েছে।কিন্তু হিজরতের পর মদিনায় বেশিরভাগ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন।যাদেরকে আনসারী সাহাবী বলা হয়।মক্কায় সাহাবীদের জন্য (মুহাজির সাহাবী) ১৩ বছর ঈমানী মেহনত করা হয়েছে কিন্তু আনসারি সাহাবীদের জন্য ঈমানী মেহনত করা হয়নি।এটি একটি যুক্তিহীন কথা।সাহাবীদের ঈমান পরিপূর্ণ ও সবল হতে ১৩ বছর লেগেছিল। এটি একটি ভিত্তিহীন ও আজগুবি কথা।এটি দ্বীনের মধ্যে এক নির্জলা মিথ্যাচার।কোনো মুসলমান এমন কথা বলতে পারে না।

হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ : سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالحَدِيدِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ: «أَسْلِمْ، ثُمَّ قَاتِلْ»، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَاتَلَ ، فَقُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا -

বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট লৌহবর্মে আচ্ছাদিত এক ব্যক্তি (আমর বিন সাবিত রা.) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার পক্ষে যুদ্ধ করব না প্রথমে মুসলমান হয়ে যাব? তিনি বললেন, প্রথমে মুসলিম হও তারপর যুদ্ধে শরিক হও। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে জিহাদে অংশগ্রহণ করল এবং শহিদ হলো। রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, সে অল্প আমল করল, কিন্তু বেশি সাওয়াব পেয়ে গেল। (সহিহ বুখারি)

যারা ঈমানী মেহনতের বাহানা দিয়ে বছরের পর বছর জিহাদের হুকুম থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ,তাদের জন্য এই হাদিসে অনেক বড় শিক্ষা রয়েছে।এই সাহাবী কালিমা পড়ার পর জিহাদ ব্যতীত দ্বীনের অন্য কোনো আমলই করেননি।কালিমা পড়েই তিনি জিহাদের শরিক হলেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে গেলেন।অথচ তিনি সালাম,সওম, হজ্জ,যাকাত,তাবলীগ ইত্যাদি কিছুই করার সুযোগ পাননি।তাঁর নেক আমল শুধু কালিমা ও জিহাদ। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে এ কথা বলেননি যে,হে আমর!আগে ঈমানের মেহনত করো,আগে ঈমান বানাও।তারপর যুদ্ধে শরীক হও।আসল কথা হল কালেমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন মুসলিমের উপর শরীয়তের সকাল হুকুম নিজ নিজ গুরুত্ব মোতাবেক পালনীয় বলে সাব্যস্ত হয়।বোঝা গেল, ফরজে আইন পরিমাণ ইলমও হাসিল হয়নি এমন নওমুসলিমও ফরজ জিহাদে শরিক হয়ে যাবে।

একজন মুসলিমের উপর যে কারণে সালাত,সওম,হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরজ ঠিক সেই ঈমানের কারণে জিহাদও ফরজ।জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এমন একটি মুবারক আমল,কোনো দুর্বল ঈমানদারও যদি এই ফরজ আদায়ে অগ্রসর হয়,তার ঈমান সবল ও মজবুত হয়ে যায়।সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে তার ঈমানী শক্তি।কারণ জিহাদের ময়দানে সে আল্লাহর গায়েবী মদদ ও নুসরত প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায়। কুরআনে এসেছে, জিহাদের ময়দানে এলে সাহাবাদের ঈমান বৃদ্ধি পেত।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

অর্থ: তাদেরকে (সাহাবিদেরকে) লোকেরা বলেছিল,তোমাদের বিরুদ্ধে লোকসকল (কুরাইশের যোদ্ধারা) জমায়েত হয়েছে।

সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো। কিন্তু এটি তাদের ঈমান দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম-বিধায়ক।

(সুরা আলে-ইমরান: ১৭৩)

এখন আমাদের মূল যে বিষয়টি জানা দরকার তা হচ্ছে শত্রু কিভাবে দুনিয়াব্যাপী জিহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছে।যুদ্ধের আরো বড় একটি ক্ষেত্র হচ্ছে - "ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড" ।অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাস এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে দেয়া।এবং এটি হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধ। বর্তমান সমাজে এই জিহাদ বিমুখীতা এবং জিহাদের ব্যাপারে অপব্যাখ্যার মূল কারণ হচ্ছে এই "সাইকোলজিক্যাল ওয়ার" বা প্রোপাগান্ডা। প্রত্যেকটি যুদ্ধের জন্য একটি আদর্শ দরকার হয়।যে আদর্শের জন্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়।কাফেররা পরিষ্কারভাবে জেনে গেছে যে, মুসলিমদের ঈমান এবং আকিদাকে বোমা এবং গুলি দিয়ে শেষ করা সম্ভব নয়। তাই তারা বেছে নিয়েছে ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড।এখন তারা আকিদাকে শেষ করতে চায় না,তারা চায় আকিদাকে পরিবর্তন করে ফেলতে।

বর্তমানে জিহাদ সকলের জন্য ফরজে আইন।সারা বিশ্বের মুসলিমদের উপর অনেক পূর্ব থেকেই জিহাদ ফরজে আইন হয়ে রয়েছে।কারণ ১৪৯২ সালে দারুল ইসলাম আন্দালুস তথা বর্তমান স্পেন খ্রিস্টানদের হাতে চলে যাওয়া,১৯৪৭ সালে নরকের কীট গো-মূত্রপায়ী হিন্দুবাদী ভারত কর্তৃক ভূস্বর্গ খ্যাত কাশ্মীর আক্রান্ত হওয়া,১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে উসমানী খেলাফত পতন হওয়া, ২০০১ সালে দাম্ভিক আমেরিকা কর্তৃক ইরাক ও আফগানের মুসলিমগণ আক্রান্ত হওয়াসহ নানাবিধ কারণে কয়েক শতক পূর্ব থেকেই সারা বিশ্বের মুসলিমদের উপর জিহাদ ঐরকম ফরজ হয়েছে যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরযে আইন।সুতরাং উলামায়ে উম্মাহের দায়িত্ব হল, উম্মাহকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া যে কাশ্মীর,ফিলিপাইন,চেচনিয়া, মধ্য এশিয়া,ইরাক, সিরিয়া,আরব উপদ্বীপ,সোমালিয়া,ইসলামি মাগরিব এবং তুর্কিস্তানের জিহাদ হলো সকল মুসলমানের উপর ফরয আইন। যতক্ষণ মুসলিমদের এলাকাগুলো থেকে আগ্রাসী কাফেরদের বিতাড়িত করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি অর্জন না হচ্ছে ততক্ষণ এই বিধান বজায় থাকবে।

আলোচনা ও বিশ্লেষণ

বর্তমানে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা বলতে মূলত আত্নশুদ্ধি,নৈতিকতা, সামাজিক ন্যায়,সন্ত্রাস-অন্যায় প্রতিরোধ এবং মানবতার কল্যাণে সংগ্রাম বোঝানো হয় যা কুরআন ও সহিহ হাদিসের মূল দিকনির্দেশনার মধ্যেই রয়েছে। আধুনিক প্রেক্ষাপটে জিহাদকে কখনোই সশস্ত্র সহিংসতার সমার্থক বানানো যায় না।ইসলাম স্বেচ্ছাচারী যুদ্ধ বা আক্রমণকে নিষিদ্ধ করেছে।
ভ্রান্ত মতবাদ,চরমপন্থা,ধর্মীয় বিকৃতি,ফিতনা ও গুজবের বিরুদ্ধে যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা করা আজ খুব প্রয়োজন।

কুরআনে বর্ণিত,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۔

"জ্ঞান-বুদ্ধি আর উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তুমি (মানুষকে) তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান জানাও আর লোকেদের সাথে বিতর্ক কর এমন পন্থায় যা অতি উত্তম।" (সূরা নাহল - ১২৫)

এই আয়াতে মানুষকে প্রজ্ঞা, উত্তম উপদেশ এবং সর্বোত্তম পন্থায় আল্লাহর পথে ডাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।আমাদেরকে জ্ঞান,যুক্তি ও সত্য উপস্থাপনের মাধ্যমে জিহাদ করতে হবে।
সামাজিক জুলুম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।অন্যায়,অত্যাচার,দুর্নীতি,বৈষম্য,নারীর অধিকার লঙ্ঘন,দরিদ্র্যের প্রতি অবহেলা,এসবের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ সামাজিক সংগ্রাম জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

কুরআনে বর্ণিত,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۔

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য (সাক্ষ্য) দাতা হিসেবে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন ইনসাফ পরিত্যাগ করতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা তাকওয়া বা খোদাভীতির নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত আছেন"। (সূরা মায়িদা-৮)

জিহাদ বিরোধী অনেক ভাই মক্কী জীবনে নাযিলকৃত মানসুক আয়াত ও হাদিস গুলো বারবার আওড়াতে থাকে।পরবর্তীকালে নাযিলকৃত আয়াতগুলো তারা বেমালুম চেপে যায়। আর বলে বেড়ায় যে আমরা মুক্তি যুগে আছি তাই শুধু দাওয়াতের কথা বলি, জিহাদের কথা বলি না। তাদের বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য আমরা জিহাদ ফরজ হওয়ার ধারাবাহিক স্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

ইসলামে জিহাদ চারটি ধাপে ফরজ হয়।

প্রথম ধাপঃ শুধু ক্ষমা ও উপেক্ষা

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِينَ ۔

" আপনি ক্ষমা প্রদর্শন করুন এবং ভালো কাজের আদেশ দিন।আর মূর্খদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।" (সূরা আরাফ - ১৯৯)

ওই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

إِنِّيْ أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلَا تُقَاتِلُوْا ۔

"আমাকে ক্ষমা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।অতএব তোমরা যুদ্ধ করো না।" (সুনানে নাসায়ি)

দ্বিতীয় ধাপঃ যুদ্ধের অনুমোদন

আল্লাহ তাআলা শুধু জিহাদের অনুমোদন দিয়েছেন ফরজ করেননি

কুরআনে বর্ণিত,

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۔

"(তারাই সে হতভাগ্য যারা অন্যায়ভাবে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে) কেবল এই কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব একমাত্র আল্লাহ।' আর আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দলের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই বিধ্বস্ত হয়ে যেত গির্জা, উপাসনালয়, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মাসজিদসমূহ, যেখানে আল্লাহর নাম বেশি বেশি স্মরণ করা হয়।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী, পরাক্রমশালী।" (সূরা হাজ্জ-৪০)

তৃতীয় ধাপঃ আত্মরক্ষামূলক জিহাদের আদেশ

যদি কোন শত্রুপক্ষ মুসলিম ভূখণ্ডের ওপর হামলা করে অথবা কোন মুসলিমকে আক্রমণ করে বা গ্রেফতার করে কিংবা মুসলিম জাতির জানমালের ক্ষতি করে কেবল সেক্ষেত্রেই সেই শত্রুদের প্রতিহত করা এবং তাদের মোকাবেলা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফরজ করা হয়।

চতুর্থ ধাপঃ দ্বীন কায়েমের জন্য যুদ্ধ করা ফরজ

এই স্তরে এসে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজ করা হয়।যতক্ষণ তারা ইসলাম গ্রহণ না করে বা জিজিয়া দিয়ে মুসলিম শাসনের আনুগত্য না করে,ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে।আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْهُمْ وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা তাওবা - ৫)

প্রথম স্তরের ক্ষমার আয়াতসমূহ,দ্বিতীয় স্তরের অনুমতির আয়াতসমূহ এবং তৃতীয় স্তরের আত্মরক্ষামূলক আয়াত গুলোর মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা না দিয়ে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত স্তর অনুযায়ী আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য,আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য এবং কাফের মুশফিকদের শক্তি ও প্রতিপত্তি চুরমার করে দেওয়ার জন্য জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করাই এখন একজন মুমিনের ফরজ দায়িত্ব।

সূচনাকাল থেকেই ইসলামকে সহজ ভাবে নিতে পারেনি আরবের কাফেররা।সহ্য করতে পারেনি ইসলামের সূর্যশিখা।পদে পদে বাধার সৃষ্টি করেছে ইসলামের জয়যাত্রায়।দ্রুততম সময়ে ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা,অর্থ ও সুবিধার প্রলোভন ছাড়াই ইসলামের এতো ব্যাপক বিস্তার কোনোকালে কোনো অমুসলিমই সহ্য করতে পারেনি।পৃথিবী থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করবার নিমিত্তে যুগে-যুগে মুসলিমদের উপর এত নির্যাতন, নিপীড়ন আর অপপ্রচারের এটাই মূল এবং প্রধান কারণ।ইসলামের জিহাদ বিধান একটি পবিত্র বিধান।কিন্তু আধুনিক বিশ্বে ইসলামের এই পবিত্র জিহাদ সম্পর্কে ব্যাপক অপপ্রচার হচ্ছে।

জিহাদ নিয়ে অপব্যাখ্যা আজকের বিশ্বে মুসলিম সমাজের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অপব্যাখ্যা থেকে বের হতে হলে ধর্মীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক, শিক্ষা–সাংস্কৃতিক এবং যোগাযোগ–কৌশলগত সব দিক থেকেই সচেতন পদক্ষেপ নিতে হবে। সঠিক ব্যাখ্যাগুলো শিক্ষা, মসজিদ, ইসলামি প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিলে বিভ্রান্তি অনেক কমবে।ধর্মীয় নেতৃত্বের ভূমিকা শক্তিশালী করা।হক্কানী আলেমদের ঐক্যবদ্ধ ব্যাখ্যা প্রচার করা।অপব্যাখ্যা করা গোষ্ঠীর জবাব দিতে দক্ষ গবেষণা দল প্রতিষ্ঠা করা।ইসলামি স্কলার, সমাজবিদ, রাজনীতি–গবেষক, দাওয়াতি বিশেষজ্ঞরা মিলে বৈজ্ঞানিক ভাষায় অপব্যাখ্যার জবাব দিলে মানুষ বিশ্বাসযোগ্য উত্তর পাবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি চিন্তার উন্নয়ন করা।মুসলিমদের নিজস্ব মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থাকা।ডকুমেন্টারি, নিবন্ধ, গবেষণা, short videos—সব দিকেই কুরআন ও হাদিস থেকে প্রমাণসহ জবাব দিতে হবে। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা জোরদার করা।রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার অবিচার কমানো।অত্যাচার ও বৈষম্য থাকলে তরুণরা র‍্যাডিকাল গোষ্ঠীর প্রোপাগান্ডায় সহজে পড়ে।

ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা, সামাজিক কল্যাণ—এগুলো প্রতিষ্ঠা করলে অপব্যাখ্যার শক্তি দুর্বল হয়। তরুণদের উপযোগী ইসলামি শিক্ষা দেওয়া।ভুল ব্যাখ্যাকারীদের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর প্রদান। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ উন্নয়ন জোরদার করা।পশ্চিমাদের কাছে ইসলামের সত্য চিত্র পৌঁছানো।বিশ্ব রাজনীতি,মিডিয়া কাঠামো ও সাংস্কৃতিক শক্তির পারস্পরিক প্রভাবের কারণে ইসলামী সভ্যতা ও মুসলিম সমাজ সম্পর্কে পশ্চিমা জগতে নানা ভ্রান্তধারণা ও অপপ্রচার গড়ে উঠেছে।সংবাদ মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদকে ইসলামের জিহাদ বিধানের সাথে সম্পৃক্ত করে উপস্থাপন করে।এবং নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর ভুল কাজকে পুরো মুসলিম জাতির আচরণ হিসেবে দেখানো হয়।এ সকল অপপ্রচার নিরসনে বাস্তবসম্মত,শান্তিপূর্ণ ও কার্যকর কৌশল অবলম্বন করতে হবে।মুসলিম বিশ্বের নিজস্ব শক্তিশালী আন্তর্জাতিক মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করা,ইংরেজি ভাষায় জিহাদ নিয়ে গবেষণামূলক কনটেন্ট এবং অপপ্রচার প্রতিরোধে ডিজিটাল মিডিয়া

মনিটরিং সেল গঠন করা।এছাড়াও আন্তধর্মীয় সংলাপ, আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় মুসলিমদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং কুরআন ও হাদিসের দলিল দিয়ে জিহাদের নৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা।আন্তর্জাতিক মিডিয়ার জন্য শক্তিশালী ইসলামী ন্যারেটিভ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া।বিশ্ব সন্ত্রাসীরা কিভাবে জিহাদকে বিকৃত করে - এ নিয়ে শিক্ষামূলক কনটেন্ট তৈরি করা।প্রাচ্যবিদদের জিহাদের অপপ্রচার বিষয়ক লেখাগুলোর সমালোচনা করে নতুন গবেষণা প্রকাশ করা।"জিহাদ বাস্তবে শান্তি নৈতিকতা আত্ম সংযম ও ন্যায় বিচারের সংগ্রাম "-এ বার্তাই বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

বর্তমানে মুসলিম সমাজে জিহাদের প্রয়োগ পদ্ধতি ও দিকনির্দেশনা গুলো আলোচনা করা হলো-

সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদের নিয়ত ঠিক করতে হবে।কারণ প্রত্যেক কাজ তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল।জিহাদের কাজের জন্য কোন জিহাদী দল,কমান্ডার বা কোনো শায়েখ কোনো উপকারেই আসবেনা; যতক্ষণ না আমাদের নিয়ত ঠিক হবে। কারণ এই পথে চলার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য দরকার হবে। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো মুজাহিদের পক্ষে সফলতার দিকে এক কদমও অগ্রসর হওয়ার সম্ভব নয়।এরপর জিহাদের ব্যাপারে ইলম অর্জন করতে হবে।অন্তত এটি সবার আগে আমাদের জানা দরকার আমরা কেন জিহাদ করবো? তারপর ইলম অনুযায়ী আমল করতে হবে।

জিহাদের জন্য দুটি আবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে আনসার এবং মুহাজির।কারো যদি মনে হয় হিজরত করে মুহাজির হতে পারবে তাহলে তার হিজরতের প্রস্তুতি নিতে হবে।আর কারো যদি মনে হয় সে আনসার হতে পারবে তবে তাকে একজন মুহাজির বা একজন মুজাহিদকে পালন করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা।ইলম অর্জন, আনসার হবো নাকি মুহাজির হবো - এটা ঠিক করার পর আমাদের মূল লক্ষ্য থাকবে চেতনা এবং আদর্শ হিসেবে জিহাদের দাওয়াত দেয়া।কেননা কাফেরদের একটি চেষ্টা হচ্ছে চেতনা এবং আদর্শ হিসেবে জিহাদকে বিকৃত করে দেয়া।আমাদের কাজ হবে কাফিরদের সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়া।একই সাথে আমাদেরকে বিশুদ্ধ ঈমান এবং তাওহীদেরও দাওয়াত দিতে হবে।জিহাদের ফরজিয়াত পূরণের জন্য কোনো দল বা জামাতের সাথে অংশগ্রহণ জরুরী না।হকপন্থী দল বা জামাতের খোঁজে থাকতে হবে এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে কিন্তু এই অপেক্ষায় বসে থাকা যাবে না।

এ পর্যায়ে এসে আমাদের কর্মকাণ্ড দু'টি ধারায় বিভক্ত: প্রথমটি হচ্ছে সামরিক এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে দাওয়াত।

সামরিক কর্মকাণ্ড: সামরিক কর্মকান্ডের প্রথম টার্গেট হচ্ছে কুফরের (আন্তর্জাতিক) কেন্দ্র আমেরিকা ও তার মিত্র ইসরাইল এবং দ্বিতীয় টার্গেট হচ্ছে তাদের স্থানীয় বা আঞ্চলিক মিত্র যারা মুসলমানদের দেশগুলোর শাসক।

ক) আমেরিকাকে লুকোবস্তু বানানো: আমেরিকাকে টার্গেট বানানোর উদ্দেশ্য হলো,তাকে নিঃশেষ করে ধ্বংসের দুয়ারে পৌঁছে দেয়া যেন তার সামরিক,জনবল ও অর্থনৈতিক ক্ষতির দরুন নিজ ভারেই মুখ থুবরে পড়ে। যার ফলস্বরূপ আমাদের ভূমি সমূহে তাদের প্রভাব খর্ব হয়ে যাবে এবং তাদের মিত্রদেরও একের পর এক পতন হতে থাকবে।

খ) মুসলিম দেশে আমেরিকার তাবেদার সরকারকে লক্ষ্যবস্তু বানানো : আমেরিকার তাবেদারদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর ব্যাপারে বলতে হলে,এর বাস্তবতা একেক জায়গায় একেক রকম। এক্ষেত্রে সাধারণ মূলনীতি হচ্ছে,তাদের সাথে যেকোনো সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া শুধুমাত্র সেই দেশসমূহ ব্যতীত যেখানে সম্মুখ সমরে তাদের মোকাবেলা করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

দাওয়াতি কার্যক্রম: সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে মনোযোগ দেওয়া যাতে তাদের সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ করে তোলা যায়। একইভাবে মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে আরো অধিক মাত্রার সচেতনতা ও বোধশক্তির উন্নয়নে অধিক মনোযোগ দিতে হবে যেন একটি সুসজ্জিত,সংঘবদ্ধ,আদর্শিক এবং সচেতন মুজাহিদ বাহিনী গঠন করা যায়। যারা ইসলামী আকাঈদে দৃঢ়বিশ্বাসী,এর বিধানের প্রতি অটল এবং মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর।সেই সাথে যারা আলেম এবং বাগ্মীতার অধিকারী তারা যাতে মুজাহিদীনদের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে সামনের কাতারে চলে আসেন তা সুনিশ্চিত করতে প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে আমাদের বার্তা ও আদর্শ সুরক্ষিত হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে জিহাদী দাওয়াতে প্রচার প্রসার হয়।

আমাদের মৌলিক সংঘাত হলো, ইসলামের শত্রুদের সাথে এবং যারা ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তাদের সাথে।সুতরাং অন্যান্য ইসলামী দলের সাথে আমাদের মতপার্থক্য যেন ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের সামরিক,দাওয়াহ, আদর্শিক অথবা রাজনৈতিক সমরে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়।

জিহাদি ময়দানে মনস্তাত্ত্বিক অক্ষ নিয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে।জিহাদি ময়দানের কেন্দ্রে অবস্থানকারী ব্যক্তিরাই হক্ব ও বাতিলের এই যুদ্ধে মিডিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন।আল ইমাম আল মুজাদ্দিদ শায়েখ ওসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ,হাকিমুল উম্মাহ

শায়েখ ডঃ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহসহ অন্যান্য মুজাহিদিন উমারাহ উলামাগণ এর বিভিন্ন বক্তব্যে বারংবার যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হল,বর্তমান যুগে যুদ্ধের অর্ধেক কিংবা তার চেয়েও বেশি হল মিডিয়া।তাই এই মিডিয়া জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন ও হক্ব আদায় করা আমাদের সকলেরই একটি আবশ্য কর্তব্য।এটি এমন এক দায়িত্ব যার ব্যাপারে ময়দানে অবস্থান করা মুজাহিদীন আফসোস করেন! অতএব এ দায়িত্বকে,জিহাদি মিডিয়ার গুরুত্বকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই।যুদ্ধ একই সাথে অস্ত্র ও আদর্শের।জিহাদ যেমন তলোয়ারের,তেমনি কলমেরও।

বর্তমান দুনিয়ায় মানবাধিকার,জাতিসংঘ এবং বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জিহাদ করা অসম্ভব।পুরো বিশ্বব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে এবং পাশাপাশি চেঞ্জ করতে হবে।জিহাদকে গ্লোভাল ইস্যু বানাতে হবে।বিশ্বব্যবস্থাকে চেঞ্জ করতে গিয়ে অনেক রক্তক্ষয়ী একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে।চাকরি,ব্যবসা,জিডিপি,পরিবার-পরিজন,গণতন্ত্র,মানবরচিত সংবিধান,আমোদ-প্রমোদে মেতে থেকে এবং জিহাদের বাস্তবতা ও ব্যপ্তিকে স্বীকার ও অনুধাবন করা ছাড়া কার্যকরী ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সম্ভব না।সবকিছু ঠিক রেখে দ্বীনের পক্ষে লড়াই করা - এটা কখনোই সম্ভব হবে না।সবাইকে সবার জায়গা থেকে সেক্রিফাইস করতে হবে।
এজন্য মুসলিম মেজোরিটি দেশগুলোকে স্বাধীন করতে হবে।সেকুলারিজম সিস্টেম দূর করতে হবে।মুসলিম দেশগুলোর শাসক মুত্তাকীদের হাতে থাকতে হবে।মুত্তাকীদের দিয়ে ইসলামী শারিয়াহ কায়েম করতে হবে।মুসলিম দেশগুলোতে অর্থাৎ কিছু ভূখন্ডে আহলে ওয়াল সুন্নাত জামাআতের তামকীন(শাসন কর্তৃত্ব) থাকতে হবে। এগুলোকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।সামরিক সক্ষমতা আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে।তারপর ধাপে ধাপে জিহাদের মাধ্যমে ওই ভূখন্ডে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সব মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শারীয়াহ কায়েম করা সম্ভব হবে না।
কিছু মুসলিম ভূখন্ডকে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
যেমনঃ উমর (রা) এর সময়ের কথা চিন্তা করি⇨প্রথমে মদীনার উপরে শাসন কর্তৃত্ব স্থাপন⇨ তারপর জাযিরাতুল আরব⇨তারপর সিরিয়ার কিছু অংশ⇨তারপর আল আকসায়!
সালাউদ্দিন আইয়ুবী (র) এর আমলে⇨সিরিয়ার কিছু অঞ্চলে শাসন কর্তৃত্ব স্থাপন⇨তারপর মিশরে ⇨তারপর আল আকসায়!

এভাবে তামকীন অর্জনের পরে ধাপে ধাপে শক্তি অর্জন করতে হবে।এটার অনেক উদাহরণ রয়েছে।

-বিশ্বব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে কিউবা টিকেছে।

-বিশ্বব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে নর্থ কোরিয়া টিকেছে।

তারা প্রথমে একটা জায়গায় তামকীন-শাসন কর্তৃত্ব অর্জন করেছেন,তারপর সামরিক শাসন বৃদ্ধি করেছেন,তারপর ধাপে ধাপে জিহাদ করতে করতে একটা ভূখণ্ডের শাসন ক্ষমতা নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছেন।বর্তমান সময়েও মুসলমানদের এভাবে করে আস্তে আস্তে সামরিক সক্ষমতা বাড়ানো দরকার।সাধ্যমত মনস্তাত্ত্বিক ময়দানের লড়াইয়ে অংশগ্রহণের পাশাপাশি তাওহীদ ও জিহাদের মানহাজের পথিকদের জন্য ব্যক্তিগত জীবনেও কিছু নির্দেশনা অনুসরণ করা জরুরী।নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জিহাদকে বাধ্যতামূলকভাবে ধারণ করো।কারণ জিহাদ হচ্ছে মুসলমানদের জন্য রুহবানিয়াত।"

উপসংহার

ঈমান ও জিহাদের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।জিহাদের মাধ্যমে খাঁটি ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়।এজন্য জিহাদ হচ্ছে ঈমানের মানদন্ড, যাচাই-বাছাইয়ের মাপকাঠি।তাই প্রকৃত মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۔

"প্রকৃতপক্ষে মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে অতঃপর কোনো সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ।" (সূরা হুজুরাত - ১৫)

ঈমানের দুর্বলতার বাহানা দিয়ে ফারযে আইন জিহাদ তরক করার কোন সুযোগ নেই।বরং কেউ যদি ঈমানের মেহনত করা কিংবা ঈমানের দুর্বলতার বাহানা দাঁড় করিয়ে ফারযে আইন জিহাদ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অপচেষ্টা করে,তবে তার ঈমান ক্রমশ দুর্বল হতে থাকবে।এমনকি এক পর্যায়ে ঈমানহারা হয়ে মরার আশঙ্কা আছে।কারণ আল্লাহ তাআলা জিহাদ পরিত্যাগ করাকে মুনাফিকির আলামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো অথচ সে জিহাদ করেনি,জিহাদের সংকল্পও করেনি সে মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করলো।"

অতএব কোন মুমিন ব্যক্তি জিহাদকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করতে পারেনা।বিশেষ করে দ্বীন যখন কায়েম না থাকে,কুফরি শক্তি যখন বিজয়ী হয়ে আছে তখন তো কোন মুমিন ব্যক্তিই জিহাদের চিন্তাশূন্য থাকতে পারে না।সাধ্যাঅনুযায়ী প্রত্যেক মুমিনকেই বাস্তব জিহাদের কাজে অংশ নিতে হবে এবং চূড়ান্ত জিহাদে অংশ নেওয়ার জন্য তাকে তৈরি হতে হবে,প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।কমপক্ষে জিহাদের জন্য তার নিয়ত ও সংকল্প থাকতে হবে।যারা জিহাদের ডাক আসা সত্ত্বেও এগিয়ে আসবে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কঠোর শাস্তির হুমকি দিয়েছেন এবং অন্য কোন জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করার ঘোষণা দিয়েছেন -

إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

"তোমরা যদি লড়াইয়ের জন্য বের না হও তাহলে তোমাদের পীড়াদায়ক শাস্তি দান করা হবে এবং তোমাদের স্থলে অন্য কোন কওমকে-জনগোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।" (সূরা তাওবা - ৩৯)

ঈমানের অনিবার্য দাবি হচ্ছে জিহাদ।জিহাদের প্রয়োজন দেখা দিলে কোন মুমিন তাকে এড়িয়ে যেতে পারে না।তাছাড়া জিহাদের মধ্যে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠাও নিহিত রয়েছে।জিহাদ পরিহার করলে যাদের উত্থান ও উন্নতি সম্ভব নয়।বরং অন্য কোন জাতিকে আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন।তাই জিহাদকে বাধ্যতামূলকভাবে মুসলমানদের ধারণ করতে হবে।তাওহীদবাদী প্রত্যেক যুবকের জন্য আবশ্যক হলো আত্মতৃপ্তি ও গা বাঁচানোর মনোভাব ঝেড়ে ফেলে ওই দায়িত্বকে স্বীকার ও গ্রহণ করা,যে মহান দায়িত্ব আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা এ প্রজন্মের মুসলিমদের কাছে অর্পণ করেছেন।চারদিকে ঈমানের বাতাস বইছে,শাহাদাতের বাজার খুলে দেয়া হয়েছে,আর আল্লাহর দ্বীনের সমর্থনে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের সুযোগ আজ মুমিনদের হাতের নাগালে রয়েছে।
বর্তমান সময়ে জিহাদ-বিষয়ক প্রস্তুতি ও করণীয়সমূহ তুলে ধরা হলোঃ
সবার আগে আমাদের বর্তমানে জিহাদের কনসেপ্ট ভালোভাবে বুঝতে হবে।

প্রথমতঃ গ্লোবাল জিহাদ মডেল

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে জিহাদ চলমান তা হচ্ছে জিহাদের গ্লোবাল মডেল।অর্থাৎ সারা দুনিয়াব্যাপী জিহাদ একই মৌলিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হচ্ছে।এই বিষয়টি জানা দরকার এজন্য যে,আমাদের জিহাদি যেকোনো কাজ গ্লোবাল জিহাদের বাইরে নয়।যেমন একটি মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বব্যাপী কুফারের সর্দার আমেরিকার স্বার্থে আঘাত করা।এটি একটি মৌলিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য।এখন আলাদা আলাদা ভূখণ্ডের জন্য এই উদ্দেশ্যে অর্জনের পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে।কেউ যদি কোন হকপন্থী জিহাদী জামাত বা দলের সাথে যুক্ত হতে পারে তবে তা সবচেয়ে উত্তম।কিন্তু কেউ যদি কোন হকপন্থী জিহাদি জামাতের সাথে যুক্ত নাও হতে পারে তবুও তার জন্য জিহাদের কাজ বন্ধ নয় বরং সে নিজে একাকী মুজাহিদ (ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় Lone Wolf) বা কয়েকজন সমমনা দ্বীনি ভাইকে সাথে নিয়ে উলফ প্যাক হিসেবে কাজ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ইম্প্রোভাইজড আরবান গেরিল ওয়ারফেয়ার

আমাদের এটাও জানা জরুরী যে,আমাদের বর্তমান জিহাদের ধরন কেমন? এই জিহাদ কোথাও কনভেনশনাল (প্রথাগত যুদ্ধ),আবার কোথাও গেরিলা ওয়ার ফেয়ার।তবে অধিকাংশ জায়গায় এই যুদ্ধ আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার।এক কথায় প্রকাশ করার জন্য বলতে হয় গেরিলা যোদ্ধাকে প্রায় সকল বিষয়ে পারদর্শী হতে হয়।বর্তমানের জিহাদ আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ারের ইম্প্রোভাইজড ভার্সন।অর্থাৎ এটি আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার,কিন্তু প্রতিনিয়ত এটি শত্রু চালের সাথে সাথে এর কৌশল এবং প্রায়োরিটি ইম্প্রোভাইজড করে চলেছে।

তৃতীয়তঃ ফ্রন্টের ধরণ

ভূমির ধরণ।যেকোনো যুদ্ধের জন্য ভূমির ধরণ বা সে এলাকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরী।কনভেনশনাল ওয়ারফেয়ারে ভূমির ধরণ বা বলতে সাধারণত ভূমির ভৌগোলিক অবস্থার বিবরণ বুঝায়।বর্তমান দুনিয়াতে ভূমির ধরণ অনুযায়ী জিহাদের ময়দানগুলোকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়।যেমন,

- ভূমির অবস্থা (পাহাড়ী,সমতল,মরুভূমি)
- জনগণের অবস্থা (জিহাদের পক্ষে,জিহাদের বিপক্ষে)
- শাসকের ক্ষমতার অবস্থা (ক্ষমতার প্রয়োগ বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে কেমন?)

চতুর্থতঃ শত্রু সম্পর্কে জানা

"তুমি যদি তোমার শত্রুর সম্পর্কে এবং নিজের সম্পর্কে জানো তবে ১০০ যুদ্ধ হলেও তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই।তুমি যদি শুধু নিজেকে জানো কিন্তু শত্রুর ব্যাপারে না জেনে থাকো তবে প্রত্যেক বিজয়ের সাথে তুমি পরাজয় ও পাবে।তুমি যদি শত্রু এবং নিজের উভয় ব্যাপারেই না জেনে থাকো তবে তুমি প্রত্যেক যুদ্ধেই পরাজয়ের স্বাদ পাবে।"

---সানজু দা আর্ট অফ দ্যা ওয়ার

জিহাদ যেভাবে ফরয,জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ সেভাবে স্বতন্ত্র আর একটি ফরয।আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য নিজেকে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি,শারীরিক প্রস্তুতি,মানসিক প্রস্তুতি,মুল জিহাদের প্রস্তুতি এবং অর্থনৈতিক ও খাদ্যের প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।

জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আমরা যা করতে পারি---

১) জিহাদের জন্য বিশুদ্ধ নিয়ত থাকা।
২) শাহাদাত পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।
৩) নিজের মাল দ্বারা জিহাদ করা।
৪) মুজাহিদদের জন্য টাকা সংগ্রহ করা।
৫) একজন মুজাহিদের পরিবারকে দেখাশুনা করা।
৬) শহীদের পরিবারকে দেখাশোনা করা।
৭) জেলে বন্দি ভাইদের পরিবারগুলোর দেখাশোনা করা।
৮) মুজাহিদদের যাকাত প্রদান করা।
৯)পশ্চিমা মিডিয়ার মিথ্যাচারের মোকাবিলা করা।
১০) মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করা।
১১) মুজাহিদদের নিরাপত্তা দেয়া এবং তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করা।
১২) মুজাহিদ এবং তাদের আলেমদের লেখনি প্রচার করা।
১৩) শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করা।
১৪) অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নেয়া।
১৫) জিহাদি ওয়েবসাইট তৈরি করা।
১৬) আমাদের সন্তানদের জ্বিহাদ এবং মুজাহিদদের প্রতি ভালোবাসা শেখানো।
১৭) মুজাহিদদের কাজে লাগে এমন যোগ্যতা অর্জন করা।

১৮) যেসব দল জিহাদের জন্য কাজ করছে তাদের সাথে যোগ দেয়া।
১৯) হিজরতের জন্য প্রস্তুত থাকা।
২০) আত্মিক প্রশিক্ষণ নেয়া।
২১) শত্রুদের অর্থনীতি বর্জন করা।
২২) বিভিন্ন ভাষায় জিহাদি লেখনি অনুবাদ করা।

বর্তমানে মুসলিমরা এভাবে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে পারে।যার নিজের জন্য যে কাজটি সবচেয়ে সহজ হয় সেটি দিয়ে শুরু করা।এরপর আস্তে আস্তে আরো বেশি উপায়ে অংশগ্রহণের চেষ্টা করতে হবে।ফলশ্রুতিতে আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ।ঈমানদারদের জন্য জিহাদের বিকল্প নেই।জিহাদ নিফাককে দূরীভূত করে,ঈমানকে খাঁটি করে।আজকের যুগে যখন ইসলামের ঘোরতর দুর্দিন চলছে,যখন কুফরি শক্তি,ইহুদীবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রাধান্য বিস্তার করে আছে,খোদ মুসলিম দেশগুলোতে পর্যন্ত যখন ইসলামী শাসন কায়েম নেই তখন জিহাদের দায়িত্বকে কেউ এড়াতে পারে না।

সমাপ্ত

তথ্যসূত্র:

১। আয়াতুল জিহাদ
লেখকঃ মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান খান
২। কিতাবুল জিহাদ
লেখকঃ আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)
৩। গাযওয়াতুল হিন্দ
লেখকঃ মাওলানা আবু মুসআব
৪। প্রাচ্যবাদ ও ইসলাম
লেখকঃ মুসা আল হাফিজ
৫।তাফসীরে উসমানী
৬।তাফসীরে ইবনে কাসীর